ডেভিড হিউম
[David Hume]

3.1 জীবনী ও রচনা [Life and Writings]

ডেভিড হিউমের জন্ম হয় 1711 খ্রিস্টাব্দের 26 এপ্রিল স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী এ. জে. এয়ার বলেছেন যে, হিউম হলেন সকল ব্রিটিশ দার্শনিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[1] 1776 খ্রিস্টাব্দে মারা যাওয়ার মাত্র চারমাস আগে হিউম পাঁচ পাতার আত্মজীবনী লিখেছিলেন 'My Own Life' নাম দিয়ে। সেখানে হিউম বলেছেন যে, তাঁর পিতা জোসেফ হোম এবং মাতা ক্যাথেরিন উভয়েই খুব সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে এসেছিলেন। জন, ক্যাথেরিন এবং ডেভিড এই তিন সন্তান নিয়ে ছিল হোম পরিবার। পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন স্কটিশ পরিবারের মানুষ যাদের নাইনওয়েলসে একটি ছোটো এস্টেট ছিল। হিউমের দু-বছর বয়সে তার পিতা পরলোকগমন করেন। 1713 খ্রিস্টাব্দে বড়ো ছেলে জনের হাতে আসে এস্টেটের দায়িত্ব। হিউমের মাতা পুনরায় বিবাহ করেননি, তিনি স্বামীর এস্টেটের ভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন যতদিন না জন বড়ো হয়ে ওঠে। ডেভিডের মা ছিলেন ক্যালভিনিস্ট খ্রিস্টান (John Calvin প্রতিষ্ঠিত প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের বৃহৎ শাখা), তিনি নিজের ছেলেমেয়েদের ওই বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। হিউম কিন্তু সদ্যযুবক বয়সেই ওই ধর্মের বিশ্বাস এবং অন্যান্য আকারের খ্রিস্টধর্ম বর্জন করেছিলেন। হিউম অবশ্য মায়ের কাছে বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন।

হিউমের শিক্ষার বিষয়টি খুবই অল্প জানা যায়। বারো বছরের কাছাকাছি বয়সে দাদা জনের সঙ্গে এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটিতে ভরতি হন। প্রায় তিন বছর সেখানে থেকে কোনো ডিগ্রি না নিয়ে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে চলে আসেন। এয়ারের মতে, তখনকার দিনে এটাই স্বাভাবিক ছিল।[2] হিউম যে আর্টস কোর্সে ভরতি হয়েছিলেন তাতে বাধ্যতামূলক বিষয় ছিল গ্রিক লজিক, মেটাফিজিক্স এবং ন্যাচারাল ফিলসফি (এখনকার ফিজিক্স)। তা ছাড়া ঐচ্ছিক বিষয় ছিল এথিক্স এবং ম্যাথামেটিক্স্। হিউম পরিচিত হয়েছিলেন নিউটন এবং জন লকের লেখার সঙ্গে। সতেরো বছর বয়সে হিউমকে তার পিতার মতো আইনজীবী তৈরি করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়; একই ফল হয়েছিল ব্যাবসা করার চেষ্টার। আসলে তাঁর তীব্র অনুরাগ ছিল সাহিত্যের প্রতি,

1 'David Hume, to my mind the greatest of all British Philosophers...' (P-1, Hume A. J. Ayer)
2 They (John and Hume) were there the best part of three years and left, as was quite common in those times.

Scanned with CamScanner

বার ব্যাপ্তি ছিল দর্শন এবং ইতিহাসের মধ্যে। আত্মজীবনীতে নিজের আগ্রহের বিষয়ে হিউম লিখেছিলেন, "Found insurmountable Aversion to anything but the pursuits of Philosophy and General Learning."

1735 খ্রিস্টাব্দে হিউম নিভৃতে অধ্যয়ন করার বাসনায় ফ্রান্সে চলে যান। স্কটল্যান্ডে সংগ্রহ করা লেখার উপাদান সঙ্গে নিয়ে La Fleche-তে ঘাঁটি গাড়লেন। ফ্রান্সে থাকাকালীন 1738 খ্রিস্টাব্দে হিউম নিজের বিখ্যাত রচনা 'A Treatise of Human Nature' প্রকাশ করলেন। 1738 থেকে 1740 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ওই গ্রন্থের তিনটি খণ্ড প্রকাশ পেল বটে, কিন্তু গ্রন্থগুলি বিদ্বৎসমাজের কাছে সমাদর পায়নি। ওই গ্রন্থের কোনো পাঠক ছিল না। কেবল একজন মাত্র রিভিউয়ার ছিলেন বটে কিন্তু তিনি বইটি পড়েছিলেন এমন নয়। এজন্য হিউম নিজেই ছদ্মনামে নিজের গ্রন্থের রিভিউ করেছিলেন যা 'Abstract'-এর আকারে 'Treatise' গ্রন্থের চমৎকার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা হয়েছে। নিজের গ্রন্থের এই পরিণতি দেখে হতাশ হিউম লিখেছিলেন, "...fell dead-born from the press, without reaching such distinction as even to excite a murmur amond the zealots."।

এর বছর দুয়েক বাদে হিউমের বন্ধুরা চেষ্টা করেছিলেন এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটিতে হিউমের জন্য চেয়ার অব এথিক্স অ্যান্ড নিউম্যাটিক ফিলসফি'র পদে বসাতে। কিন্তু সংশয়বাদী এবং নাস্তিক হিসেবে হিউমের নাম ছড়িয়ে পড়ায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর্থিক সংকটের কারণে এক বছর গৃহশিক্ষকের কাজ করার পর জেনারেল সেন্ট ক্লেয়ারের সচিব পদে যোগ দিয়ে দেশের বাইরে চলে যান এবং 1749 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেশে ফেরেন না। ইতোমধ্যে 1748 খ্রিস্টাব্দে Treatise গ্রন্থের সংশোধিত রূপ 'Philosophical Essays Concerning Human Understanding' প্রকাশিত হয়। 1751 খ্রিস্টাব্দে ওই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং হিউম নাম দেন 'An Enquiry Concerning Human Understanding' নামের বহুচর্চিত গ্রন্থটি। ওই একই বছর প্রকাশ পায় 'An Enquiry Concerning Principles of Morals'। এই গ্রন্থটিকে হিউম নিজের সেরা কাজ বলে চিহ্নিত করেছেন।

1752 খ্রিস্টাব্দে হিউমের 'Political Discourses' প্রকাশিত হলে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ওই বছরই তিনি এডিনবার্গে Faculty of Advocates-এর লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন এবং ভগিনীকে সঙ্গে নিয়ে এডিনবার্গে বসবাস করতে শুরু করেন। এবার নতুন হিউমের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় হয়। তিনি হলেন ঐতিহাসিক হিউম, গ্রন্থাগারিক অজস্র গ্রন্থের সংস্পর্শে এসে ব্রিটেনের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন। 1756 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'History of Great Britain' যেখানে প্রথম জেমসের সময় থেকে শুরু করে প্রথম চার্লসের মৃত্যু পর্যন্ত ইতিহাস লেখা হয়। এবার পরপর ইংল্যান্ডের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে বিভিন্ন খণ্ডগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। 1756 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ডে 1688 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব পর্যন্ত ইতিহাস লেখা হল। 1759 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'History of England under the House of Tudor', 1762 খ্রিস্টাব্দে 'History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Accession of Henry' VII খণ্ডটি।

এই পর্যায়ে হিউম দর্শন বিষয়ে বিশেষ কিছু লেখেননি। তবে 'Four Dissertations' নাম দিয়ে 1757 খ্রিস্টাব্দে যে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেন সেখানে 'The Natural History of Religion' প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতোমধ্যে 1751 খ্রিস্টাব্দে অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক পদে হিউমের নাম সুপারিশ করলে রক্ষণশীলরা আগের অভিযোগে তা খারিজ করে দেন।

1763 খ্রিস্টাব্দে হিউম ফ্রান্সে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আর্ল অফ হার্টফোর্ডের সঙ্গে প্যারিতে যান এবং কিছুকাল ব্রিটিশ দূতাবাসের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেন। প্যারিতে থাকার সময় 'Encyclopaedia' রচনাকারী একদল দার্শনিকের সঙ্গে হিউমের সখ্যতা গড়ে ওঠে।

1766 খ্রিস্টাব্দে হিউম ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও সঙ্গে আনেন প্রখ্যাত দার্শনিক রুশোকে। কিছুদিনের মধ্যেই রুশোর সন্দেহবাতিকতার প্রাবল্যে উভয়ের বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে যায়। 1767 খ্রিস্টাব্দে হিউম দুই বছরের জন্য আন্ডার সেক্রেটারির দায়িত্ব নেন। 1769 খ্রিস্টাব্দে ধনবান হিউম কর্মজীবন থেকে

Scanned with CamScanner

অবসর নিয়ে এডিনবার্গে যান এবং নিজের জন্য একটি গৃহনির্মাণ করেন। ওই অঞ্চলটি পরে সেন্ট ডেভিড্স স্ট্রিট নামে পরিচিত হয়। 1775 খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হতে থাকে এবং তিনি বুঝতে পারেন যে রোগমুক্তি হবে না। 'My Own Life' নামের ছোটো আত্মজীবনীতে নিজের সম্পর্কে খুব সম্মানজনকভাবে লিখেছেন ও নিজের প্রশংসা করেছেন। 1776 খ্রিস্টাব্দের 25 আগস্ট এডিনবার্গে তিনি মারা যান।

হিউম রচিত গ্রন্থগুলির তালিকা—

1738 - 1740 – A Treatise of Human Nature (তিনটি খণ্ড).
1748 – Philosophical Essays Concerning Human Understanding.
1751 – An Enquiry Concerning Human Understanding.
1751 – An Enquiry Concerning Principles of Morals.
1752 – Political Discourses.
1754 - 1762 History of Great Britain (চারটি খণ্ড).
1757 – Four Dissertations (মৃত্যুর পর প্রকাশিত).

■ হিউম এবং অভিজ্ঞতাবাদের উত্তরাধিকার

—'বুদ্ধি হল, এবং তার কেবল হওয়া উচিত আবেগের দাস, এবং কখনোই অন্য কোনো কাজ করার ভান করতে পারে না কেবল তাদের সেবা করা এবং মান্য করা ছাড়া।'[1]

—'দার্শনিক হও কিন্তু তোমার সকল দর্শনের মধ্যেও মানুষ হও'।[2]

—'সুখকর হবে যদি আমরা দর্শনের বিভিন্ন শাখাগুলির সীমানাসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি, প্রগাঢ় অনুসন্ধানের সঙ্গে স্বচ্ছতার, সত্যের সঙ্গে নতুনত্বের সমন্বয় করে। আরও বেশি সুখকর হবে, যদি এভাবে যুক্তি করে আমরা দুর্বোধ্য দর্শনের ভিত্তিকে ধ্বংস করতে পারি, যা এতদিন পর্যন্ত কেবল কুসংস্কারের আশ্রয় এবং অবাস্তবতা ও ভ্রান্তির আচ্ছাদনের কাজ করেছে।'[3]

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ধ্রুপদি ব্যাখ্যায় প্রায় সর্বত্রই হিউমকে চিহ্নিত করা হয় একটি বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য। জন লকের 'Essay Concerning Human Understanding' গ্রন্থে অভিজ্ঞতা নির্ভর দর্শনের যে সূচনা, এবং বার্কলের 'Principles of Human Knowledge' গ্রন্থে ওই বিষয়ের যে তির্যক বিকাশ হিউম তাকেই পরিণতি দিয়েছিলেন সংশয়বাদে। লকের বক্তব্য ছিল যে জগৎ বিষয়ে মানুষের এমন কোনো জ্ঞান থাকতে পারে না যা কোনোভাবে অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায়নি। অভিজ্ঞতার দুটি প্রান্ত—সংবেদন (Sensation) এবং অন্তর্দর্শন (reflection)। এই দুটি পথ ধরেই লক জ্ঞানের সকল উপাদানকে সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। এরই ভিত্তিতে রবার্ট বয়েল এবং নিউটনের ভৌতজগতের চিত্রকে বুঝেছিলেন। লকের প্রত্যক্ষতত্ত্ব (Theory of Perception) অনুযায়ী 'সরল ধারণাগুলিকে' (simple ideas)

---

1. 'Reason is, and ought only to be the slave of passions, and can never pretend to any other office than to serve and obey them.' (T. Hume)
2. 'Be a philosopher, but amidst all your philosophy, be still a man.' (E. Section 1)
3. 'Happy, if we can unite the boundaries of the different species of Philosophy, by reconciling profound enquiry witts clearness, and truth with novelty! And still more happy, if reasoning in this easy manner we can undermine the foundations of an abstruse philosophy which seems to have hitherto servad only as an a shelter to superstitution and a cover to absurdity and error!'

Scanned with CamScanner

দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—মুখ্যগুণের ধারণা ও গৌণগুণের ধারণা। প্রথমগুলি জড়বস্তু তথা বস্তুর শক্তি তথা বস্তুর নিজস্ব গুণ; দ্বিতীয়গুলি বস্তুর শক্তি দ্বারা দ্রষ্টার ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে মিশ্রণে মনের মধ্যে তৈরি রূপ, রস ইত্যাদি গুণের ধারণা। এই গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুর আনুরূপ্য থাকে না।

লকের জ্ঞানতত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই বার্কলে লকের প্রত্যক্ষতত্ত্বকে অস্বীকার করেন। গুণের মুখ্য-গৌণ বিভাজনটি ভ্রান্ত। গৌণ গুণের মতোই মুখ্য গুণের সঙ্গেও সাপেক্ষতা, পরিবর্তনীয়তা ঘনিষ্ঠভাবে জুড়ে থাকে। তা ছাড়া, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, লকের প্রত্যক্ষ কোনোভাবে অজ্ঞাত জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। তাই বার্কলে জড় দ্রব্যকে অস্বীকার করলেন। বার্কলে দাবি করলেন যে, তথাকথিত জড় দ্রব্যকে ধারণাসমূহ বা ইন্দ্রিয়লব্ধ গুণসমূহের ঐক্যবন্ধ অবস্থা বলা যায়।

বার্কলে যেভাবে লকের বক্তব্যকে নস্যাৎ করেছিলেন, ঠিক তেমন ভাবেই হিউম বার্কলের বক্তব্যকে বাতিল করলেন। বার্কলে জড় বস্তুকে অস্বীকার করেও সীমিত মন (Finite Mind) স্বীকার করেছিলেন। সংশয়বাদী হিউম দেখালেন যে, জড়ের মতো মনকেও একই যুক্তিতে অস্বীকার করা যায়। তেমনি অভিজ্ঞতাবাদী বার্কলের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের পক্ষে সংগত যুক্তি নেই। কারণ—কার্য সম্পর্কের ওপর লক ও বার্কলের যে আস্থা ছিল, তা হিউমের কাছে নিছক অভ্যাস বা প্রথার ওপর ভর করে সম্পর্কের আবশ্যিকতাকে খুঁজে পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা। যা অবশিষ্ট থাকে তা হল পরিবর্তনশীল প্রত্যক্ষসমূহের অনুক্রম। কোনো বাহ্য বস্তু নেই, কোনো স্থায়ী মানসিক সত্তা বা মন নেই। অভিজ্ঞতার জগতে সবকিছুই পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং আলগা ধরনের।

হিউমের সমসাময়িক কালের সমালোচক থমাস রিড হিউমকে এই কৃতিত্ব দিয়েছিলেন যে তিনি লকের আশ্রয় বাক্যগুলি থেকে শুরু করে তাকে যৌক্তিক পরিণতি দিয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। ড. জে. এন. মহান্তির মতে, এদেশেও ওই ধারা মেনে দাবি করা হয় যে, লক এবং বার্কলের বক্তব্যকেই হিউম এগিয়ে দিয়েছিলেন। অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান সূত্রকে যৌক্তিক পরিণতি দিয়েছিলেন এবং সংশয়বাদে উপনীত হয়েছিলেন।[1]

অক্সফোর্ড দার্শনিক T. H. Green মনে করেন যে, হিউম দার্শনিক আলোচনায় দু-ভাবে অবদান জুগিয়েছিলেন। হিউম একদিকে দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধির ওপর নির্বিচারে আস্থা (Uncritical Trust) রাখলে নির্বিচারবাদী (Dogmatism) পরিণতি আসে। অপরদিকে হিউম বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদকে (Pure Empiricism) অবাস্তবতায় পরিণত করে কান্টের চিন্তার পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

ড. মহান্তি মনে করেন যে, N. K. Smith হিউমের বিষয়ে গবেষণায় 'হিউমের ধ্রুপদি ব্যাখ্যাকে' ভিত্তিহীন বলে দেখিয়েছেন। হিউমের ওপর বার্কলের যতটা প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব ছিল Shaftesbury, Hutcheson, Montaigne প্রমুখ দার্শনিকদের। হিউম চেয়েছিলেন লর্ক ও বার্কলের বক্তব্য সরিয়ে রেখে নতুন ভিত্তির ওপর বক্তব্য গড়ে তুলতে। Treatise গ্রন্থে হিউম লিখেছেন, মানুষের স্বভাবের নীতিগুলিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে কার্যত আমরা বিজ্ঞানগুলির একটি সম্পূর্ণ নতুন তন্ত্র (System) গড়ার প্রস্তাব করছি এবং নীতিগুলি একমাত্র তার ওপরেই নিরাপদে দাঁড়াতে পারে।[2] N. K. Smith মনে করেন যে, হিউমের কাছে প্রধান বিবেচ্য ছিল প্রাকৃতিক দর্শনকে নৈতিক দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করা। প্রাকৃতিক দর্শনের আলোচনায় গুরুত্ব পায় 'স্বাভাবিক বিশ্বাস' (Natural belief)। এগুলি আমাদের 'অনুভূতির' (Feeling) প্রকাশ, যা ব্যাপকভাবে অভ্যাস অথবা প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যুক্তি বা বুদ্ধির পরিচালনায় থাকে না। বিশুদ্ধ আকারগত প্রশ্নের ক্ষেত্রেই কেবল বুদ্ধির আধিপত্য থাকে। হিউম 'Treatise' গ্রন্থে লিখেছেন—বুদ্ধি হল এবং তার

---

1 It is usual, especially in this country, to look upon Hume as one who continued the tradition of Locke and Berkely, carried their empiricistic principles to their logical conclusion and was thus led up to a sort of Scepticism (J.N. Mohanty, Introduction to Enquiry).

2 In pretending....to explain the principles of human nature, we in effect propose a complete system of the sciences built on a foundation almost entirely new, and the only one upon which they can stand with security (Treatise xvi-quoted from Hume by Ayer).

Scanned with CamScanner

কেবল হওয়া উচিত আবেগের দাস এবং কখনোই অন্য কোনো কাজ করার ভান করতে পারে না কেবল তাদের সেবা করা এবং মান্য করা ছাড়া ['Reason is, and ought only to be the slave of passions, and can never pretend to any other office than to serve and obey them.' (T. Hume)]।

'Treatise' গ্রন্থের ভূমিকাতে হিউম বলেছিলেন, 'It is evident, that all the Sciences have a relation, greater or less, to human nature....Even mathematics, Natural Philosophy and Natural Religion, are in some measure dependent on the Science of Man...." (Treatise, P-4, Hume, Edt. Ernest Rhys) [এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, সকল বিজ্ঞানেরই কম বা বেশি সম্পর্ক আছে মানব প্রকৃতির সঙ্গে। ... এমনকি গণিতশাস্ত্র, প্রাকৃতিক দর্শন, এবং প্রাকৃতিক ধর্ম কিছু পরিমাণে মানববিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।] মানব চরিত্র বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়, হিউম এ কথা বলেছেন 'Enquiry' গ্রন্থে। কখনও তাঁর বৌদ্ধিক সত্তা, কখনও সামাজিক সত্তা, কখনও বা ক্রিয়াশীলতার দিকটি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কিন্তু এই দিকগুলির কোনোটিই এককভাবে মানুষের জীবনে পূর্ণতা আনে না। প্রকৃতি মানুষকে মিশ্র ধরনের জীবনযাপন করতে বলে। সকল প্রকারের বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক কার্যকলাপকে জীবনমুখী হতে হবে।

'Enquiry' নামক গ্রন্থের শেষ অংশে হিউম বলেছিলেন, ধর্মতত্ত্ব অথবা অধিবিদ্যার গ্রন্থে যেহেতু 'ধারণাগত বিষয়' (relation of ideas) অথবা বস্তুস্থিতি (matters or facts) বিষয়ক নয় তাই সেগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হবে। হিউম পণ্ডিতি বা মিথ্যা অধিবিদ্যা বর্জন করতে এবং যথার্থ অধিবিদ্যা গড়তে চেয়েছেন। এ বিষয়ে হিউমকে কান্টের পূর্বসূরি বলা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ কান্টও অতীন্দ্রিয় অধিবিদ্যা (Transcendental metaphysics)-র অন্তর্বিরোধ দেখিয়ে অভিজ্ঞতা নির্ভর অধিবিদ্যার সূচনা করতে চেয়েছেন।

ড. জে. এন. মহান্তিকে অনুসরণ করে হিউমের দার্শনিক পদ্ধতি বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য উপস্থিত করা যায়—

(1) প্রতি ক্ষেত্রেই 'নিখুঁত এবং সঠিক বিচার' (Accurate and just Reasoning) হল দার্শনিক ভ্রান্তি পরিহারের পথ।

(2) যথার্থ অধিবিদ্যা গড়ে উঠবে মানুষের মনের কর্মক্ষমতা ও শক্তির সবিচার পরীক্ষার ভিত্তিতে।

(3) ধারণার 'প্রকৃতি এবং বাস্তবতা' বিষয়ক দার্শনিক বিতর্কগুলিকে দূর করা যাবে সেগুলিকে জটিলতা মুক্ত করে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলতে হবে, 'বিতর্কিত ধারণাটি কোন্ ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা বিবেচনা করে।'

(4) কিছু কিছু দার্শনিক সমস্যা, যেমন ইচ্ছার স্বাধীনতা, দূর হয়ে যাবে যদি আমরা বিষয়গুলির সংজ্ঞার মধ্যে পরিবর্তন ঘটাই—'Few intelligible definitions would immediately have put an end to the whole controversy.' (Enquiry, chap VIII, Pt.-1)

দর্শনকে ধর্মবিশ্বাসে বা মতান্ধতায় পরিণত করার চেষ্টার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন হিউম। তেমনি বিচার বিযুক্তভাবে বিশ্বাসের ও আচরণের মানদণ্ড নির্ণয়ের প্রয়াসের প্রতি হিউমের কোনো সমবেদনা ছিল না। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন দর্শন চর্চার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না—'Be a Philosopher, but, amidst all your philosophy, be still a man (E.1)। প্রকৃতিকে মানুষের তৈরি নিয়মের বেড়াজালে বেঁধে রাখা যায় না—'Nature is always too strong for principle (E12)। আধুনিক ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদের জনক বেকনের নির্দেশ সামনে আসে—প্রকৃতি কোনো বন্ধ করা কিতাব নয়, আমরা অবশ্যই তার পাতাগুলো খুলে পড়ব। হিউম সম্পর্কে এয়ার লিখেছেন, '...he was not a model of consistency, but he was at least consistent in his naturalism, his insistance that every branch of science be anchored in experience' (Page 96, Hume, by Ayer)।

Scanned with CamScanner

32 ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা [Impression and Idea]

—মানব মনের সকল প্রত্যক্ষ নিজেদের বিশ্লিষ্ট করে দুটি স্বতন্ত্র প্রকারের মধ্যে, যাকে আমি ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা বলি। উভয়ের পার্থক্য নিহিত থাকে সেই মাত্রার শক্তি ও জীবন্তভাবের ওপর যার সাহায্যে তারা মনকে উদ্দীপিত করে এবং আমাদের চিন্তা অথবা চেতনার পথ তৈরি করে। (Treatise, P-1, S-1, Page 11, Edited by A.D. Lindley)[1]

— 'মনের সকল প্রত্যক্ষকে আমরা দুটি শ্রেণি বা প্রজাতিতে ভাগ করতে পারি, যাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয় বিভিন্ন মাত্রার শক্তি এবং সজীবতা দিয়ে। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী এবং জীবন্তটিকে সাধারণত চিন্তা বা ধারণা নামে চিহ্নিত করা হয়। আমাদের ভাষায় অপর প্রজাতির একটি নাম চাই.....আমরা একটু স্বাধীনতা নিয়ে তাদের ছাপ বলতে পারি'। (Enquiry, Section II, p-16, Hume, Selby-Bigge edition)[2]

'An Enquiry Concerning Human Understanding' গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ('Treatise' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে) ডেভিড হিউম ধারণার উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মনের সকল প্রত্যক্ষকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—মুদ্রণ অথবা ইন্দ্রিয়ছাপ এবং ধারণা। 'প্রত্যক্ষ' শব্দটির সাহায্যে বোধশক্তির বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। ইন্দ্রিয়ছাপ (Impression) হল হিউমের নির্বাচিত শব্দ যা প্রচলিত সংবেদন (Sensation) শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।[3] হিউম ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য করেছেন মনস্তাত্ত্বিক অথবা প্রতিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করে। কারণ পার্থক্যটি সেইসব বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করাবে যা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার যাচাইযোগ্য।[4] হিউম এ কথা ধরে নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন যে, সকলেই এ কথা মানবেন যে প্রচণ্ড উত্তাপজনিত ব্যথা সাক্ষাৎভাবে অনুভব করা এবং পরে সেই ব্যথার স্মৃতিকে স্মরণের মাধ্যমে পুনরায় মনের সামনে উপস্থিত করা, অথবা কল্পনায় প্রত্যাশা করার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। ওই পার্থক্যটিকে হিউম গুণগতভাবে দেখেননি, পরিমাণগতভাবে দেখেছেন। স্মৃতি অথবা কল্পনার সাহায্যে ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষের অনুকৃতি (copy) মনের সামনে উপস্থিত করা গেলেও এগুলি কখনও প্রাথমিক অনুভূতির শক্তি ও সজীবতার (force and vivacity) পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। প্রাথমিক ও তাৎক্ষণিক অনুভব হল ইন্দ্রিয়ছাপ, ধারণা হল ওই ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি। কল্পনা অথবা স্মৃতিতে ধরা পড়া অনুলিপি প্রায় মূলানুগ হতে পারে, এমন পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে যা প্রায় সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের অনুরূপ। কিন্তু তথাপি

---

1. 'All the perceptions of the human mind resolves themselves into two distinct kinds, which I shall call impressions and ideas. The difference between these consists in the degrees of force and liveliness, with which they strike upon the mind, and make their way into our thought or Conciousness.' (Treatise, Sec-1, Page 11)
2. '...We may divide all the perceptions of the mind into two classes or species, which are distinguished by their different degrees of force and vivacity. The less forcible and lively are commonly denominated Thoughts or Ideas. The other species want a name in our language... use a little freedom and call them Impressions!' (Enquiry section II, p-16 Hume)
3. এই পার্থক্যটি দু-ধরনের জ্ঞানের অথবা প্রত্যক্ষের পার্থক্য এবং একই সঙ্গে দু-ধরনের জ্ঞানের বিষয়ের (object of knowledge) পার্থক্য। এ ছাড়াও বলা যায় যে পার্থক্যটি দুটি বচনের যেখানে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে।
4. 'Treatise' গ্রন্থে হিউম ইন্দ্রিয়ছাপকে ব্যাখ্যা করেছেন ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে যা ইন্দ্রিয়ছাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু 'Enquiry'-তে কারণিক ব্যাখ্যা দেননি।

Scanned with CamScanner

মাত্রাগত ভেদ থাকবেই—'The most lively thought is still inferior to the dullest sensation'।[1] হিউমের মতে, একমাত্র ব্যতিক্রম হল অস্বভাবী মনের কার্যকলাপ।

হিউম বলেন, 'ইন্দ্রিয়ছাপ পদটির দ্বারা আমি বোঝাতে চাই আমাদের সকল বেশি সজীব প্রত্যক্ষগুলিকে, যখন শুনি, দেখি, অনুভব করি, ঘৃণা করি বা কামনা করি বা ইচ্ছা করি।[2] ধারণাকে ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি সংজ্ঞা দিয়ে হিউম বললেন, ধারণাগুলি হল 'কম সজীব প্রত্যক্ষ যার বিষয়ে আমরা সচেতন হই যখন কোনো একটি সংবেদনকে অথবা গতিকে প্রতিফলিত করি।' লক চেয়েছিলেন 'সরল ধারণা' থেকে আমাদের সকল জ্ঞানকে গড়ে তুলতে, হিউমের কাছে প্রান্তিক বিন্দুটি হল ইন্দ্রিয়ছাপ বা অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ উপাদান যার ভিত্তিতে জ্ঞান পাওয়া যাবে।

● **ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার পার্থক্য :** ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্যগুলি হল—

(a) শক্তি এবং সজীবতার মানদণ্ডে ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য করা হয়, দেখা হয় যে এগুলি কীভাবে মনে উদ্দীপনা তৈরি করে এবং চিন্তা বা চেতনাতে স্থান করে নেয়। ইন্দ্রিয়ছাপ ধারণার তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল ও শক্তিশালী। উভয়ের পার্থক্য মাত্রাগত।[3]

(b) ইন্দ্রিয়ছাপের বা মুদ্রণের অবস্থান ধারণার আগে, দু-ভাবে ইন্দ্রিয়ছাপ ধারণার আকারে পুনরায় মনের সামনে আসে—স্মৃতির ধারণা এবং কল্পনার ধারণা। প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা বেশি সজীব। তা ছাড়া স্মৃতির ধারণাতে মূল ইন্দ্রিয়ছাপের দেশ ও কালের বিষয়টি ঠিক থাকতে হবে যা কল্পনায় থাকে না।

(c) কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি ধারণা অপর একটি নতুন ইন্দ্রিয়ছাপকে প্রণোদিত (prompts) করে। ইন্দ্রিয়ছাপ দু-ভাবে আসে—বাহ্যইন্দ্রিয় থেকে (Ideas of sense) এবং অন্তর্বেদন (Ideas of reflection) থেকে। প্রথমটি আমাদের মনে অজানা কারণ (বাহ্যজগৎ প্রমাণিত নয়) থেকে আসে। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আমাদের মনে একটি ইন্দ্রিয়ছাপ (যেমন উত্তাপ অথবা শীতলতা) উৎপন্ন হয় ও ধারণায় পরিবর্তিত হয়। স্মৃতিতে ওই ধারণা পুনরায় উপস্থিত হলে তা কামনা অথবা বিতৃষ্ণার নতুন ইন্দ্রিয়ছাপকে প্রণোদিত করতে পারে।

(d) যেসব সরল অবিশ্লেষণীয় গুণগুলি আমাদের অনুভবে ধরা দেয় সেগুলি হল ইন্দ্রিয়ছাপ বা মুদ্রণ। এদের শাব্দিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, হিউম বলবেন সকলেই মনের মধ্যে দেখতে পাবেন, এদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শক সংজ্ঞা হতে পারে। আর যে শব্দগুলির অর্থ অন্যভাবে দেওয়া যায়। বর্ণনার সাহায্যে অর্থ ব্যাখ্যা হয় না, সেগুলি হল ধারণা।[4]

● **সকল ধারণাই ইন্দ্রিয়ছাপজাত :** হিউমের মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাবাদের মৌলিক সূত্রটি এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—আমাদের সকল ধারণা বা অধিক দুর্বল প্রত্যক্ষগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ছাপগুলির বা অধিক সজীব প্রত্যক্ষগুলির অনুলিপি ('...all our ideas or more feeble perception are copies of our impressions or more lively ones.' Ibid)। মনের সকল প্রত্যক্ষই দ্বিভাগ বিশিষ্ট এবং দু-ভাবে উপস্থিত হয়— ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণা। দ্বিতীয়টি প্রথমটির অনুলিপি। অধ্যাপক Basson মনে করেন যে, হিউম ওই বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য নিয়েছেন—"a report, a request and a challenge' (Basson, A. H., David Hume)। হিউম জানিয়েছেন (report) যে, তাঁর সকল ধারণাই ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি, তিনি অনুরোধ (request) করেছেন পাঠককে নিজের মনের মধ্যে অনুসরণ করে দেখতে একই বিষয় পাওয়া যায়

1 'সবচেয়ে সজীব চিন্তাও কিন্তু চূড়ান্ত অস্পষ্ট সংবেদনের চেয়ে হীনতর।' (Enquiry, section II, p-19, Hume, selby. edition)

2 'By the term impression, then, I mean all our more lively perceptions, when we hear, or see, or feel, or love, or hate, or desire, or will. And impressions are distinguished from ideas, which are less lively perceptions, of which we are conscious, when we reflect on any of those sensations or movements above mentioned.' (Ibid)

3 Impressions and ideas differ from one another in respect of their degrees of force and vivacity; but it is to be noticed, says Hume in every other particular they are alike" (Locke, Berkely, Hume—p–118 C.R. Morris)

4 হিউমের 'Enquiry', পৃষ্ঠা-23, রমাপ্রসাদ দাস।

Scanned with CamScanner

ছিল। এরপর তিনি নিজেকে আহ্বান (Challenge) করে বলেছেন, এমন একটি ধারণা খুঁজে বার করতে যা ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি নয়।

হিউম দুটি যুক্তি প্রয়োগ করে দেখাতে চান যে সকল ধারণাই আসে ইন্দ্রিয়ছাপ বা মুদ্রণ থেকে—

প্রথমত, যখন আমাদের কোনো চিন্তা বা ধারণাকে বিশ্লেষণ করি, তা সে যতই জটিল অথবা মহত্তম হোক না কেন, তখন দেখতে পাই যে সেগুলিকে এমন সরল ধারণায় ভেঙে ফেলা যায় যা আগের কোনো ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি।[1] ঈশ্বরের ধারণা হল এক অসীম বুদ্ধি, এবং শুভসত্তার ধারণা। নিজের মনের কার্যাবলি বিচার করে, সেগুলিকে সীমাহীনভাবে বর্ধিত করে প্রজ্ঞা এবং শুভত্বের গুণগুলিকে পাই। একইভাবে অন্য ধারণার উৎস মূলে ইন্দ্রিয়ছাপকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

কেউ যদি হিউমের ওই বক্তব্যের সার্বিক সত্যতাকে স্বীকার না করেন তাহলে হিউম তাকে চ্যালেঞ্জ করে সেই ইন্দ্রিয়ছাপমুক্ত ধারণাটিকে হাজির করতে বললেন, হিউমের দায়িত্ব হবে ওই ধারণার অনুষঙ্গী সজীব প্রত্যক্ষ উপস্থিত করা।

দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ইন্দ্রিয়গত ত্রুটির জন্য এক ধরনের সংবেদন গ্রহণে অক্ষম হন, তখন দেখা যায় যে ওই ব্যক্তির অনুষঙ্গী ধারণাটির সঙ্গে পরিচয় নেই। অন্ধ ব্যক্তির রঙের ধারণা নেই, বধিরের নেই শব্দের ধারণা। যদি তাদের ইন্দ্রিয়গুলি ফিরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ধারণা ফিরে আসবে।[2] কাজেই যে বিষয়কে আমি অনুভব করিনি সে বিষয়ে ধারণা থাকবে না।

● **নিজের সূত্রের বিরোধিতায় হিউম ঃ** হিউম একটি বিরুদ্ধ ঘটনার সম্ভাব্যতার কথা বলেছেন যা দেখায় যে ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়াই ধারণা গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। মনে করা যাক যে, একজন ব্যক্তি দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তার সুস্থ দর্শনেন্দ্রিয়ের জন্য সুখ অনুভব করেছেন এবং সকল রকম বর্ণের সঙ্গে সুপরিচিত হয়েছেন, কেবলমাত্র নীল রঙের একটি বিশেষ আভার (shade) সঙ্গে তার পরিচয় নেই। এখন তার না-দেখা আভাটি ছাড়া নীলের অন্য সমস্ত আভাকে উজ্জ্বলতার তারতম্য অনুসারে ওই ব্যক্তির সামনে সাজিয়ে দেওয়া হল। দেখা যাবে যে ওই অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনুপস্থিত আভার ফাঁকটি ধরতে পেরেছেন। তাহলে ওই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তে ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়াই ধারণার সম্ভাব্যতা স্বীকার করা হচ্ছে।[3] হিউম নিজের তৈরি করা বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও নিজের মূল সূত্রকে অভ্রান্ত বলবেন এই যুক্তিতে যে, বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তটি এতই একক (singular) যে আমাদের ধ্যান দেওয়ার যোগ্য নয় এবং আমাদের সাধারণ সূত্র অপরিবর্তিতই থাকে। কিন্তু যৌক্তিক দিক থেকে সত্য সার্বিক বাক্যের বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত থাকে না।

এই প্রসঙ্গেই আমরা হিউমের এই বক্তব্য উত্থাপন করতে পারি যে, ধারণা এবং ইন্দ্রিয়ছাপ সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে আনুরূপ্য সম্পর্কে থাকে। হিউম এখানেও কিন্তু পরিবর্তন এনেছেন। সরল এবং জটিল প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, যা ইন্দ্রিয়ছাপ এবং ধারণা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একটি লাল রঙের ছোপ দেখা এবং এটির বিষয়ে চিন্তা করা, দুটিই সরল। কিন্তু যখন মনুমেন্টের ওপর উঠে ধর্মতলার চারপাশের দিকে তাকাই এবং পরে আবার তা মনে আনি তখন জটিল ইন্দ্রিয়ছাপ ও জটিল ধারণা পাই। এক্ষেত্রে আমার জটিল ধারণাটির সঙ্গে জটিল ইন্দ্রিয়ছাপের আনুরূপ্য নেই। কপোলস্টোন বলবেন, 'We cannot say, therefore, with truth that to every idea there is an exactly corresponding impression' (vol v, p-264)। হিউম চাইবেন জটিল ধারণাকে ভেঙে সরল ধারণায় আনতে এবং তারপরেই অনুষঙ্গী ইন্দ্রিয়ছাপ খুঁজে পাবেন।

---

1 'When we analyze our thoughts or ideas, however compounded or subline, we always find that they resolves themselves into such simple ideas as were copied from a percedent feeling or sentiment.' (sec II, Enquiry)

2 'Restore either of them that sense in which he is deficient; by opening this new inlet for his sensations, you also open on inlet for the ideas; and he finds no difficulty in conceiving those objects.' (Ibid)

3 'Though this instance is so singular, that it is scarcely worth our observing and does not merit that for it alone we should alter our general maxim.' (Section II)

Scanned with CamScanner

■ ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার পার্থক্য কি সন্তোষজনক? [Is the Distinction between Impression and Idea Satisfactory]

আমরা কপোলস্টোনের এই মন্তব্য দিয়ে শুরু করতে পারি যে, হিউম 'ধারণা' শব্দটিকে অনেকার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। কখনও ধারণা হল প্রতিরূপ (image) এবং সেক্ষেত্রে ধারণাকে ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি বলাটা অযৌক্তিক হবে না। আবার কোনো ক্ষেত্রে ধারণা বলতে প্রত্যয়কে (concept) নির্দেশ করেছেন, সেক্ষেত্রে প্রত্যয়ের সঙ্গে সেটি যার প্রত্যয় এই দুইয়ের সম্পর্কটিকে প্রকাশ করা অসুবিধাজনক। আসলে 'ধারণা' শব্দের অস্পষ্টতার কারণে একাধিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমত, হিউম ধরে নিয়েছেন যে, আমাদের সকল ধারণাই মুদ্রণ বা ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু একবারও দেখাননি যে কীভাবে একটি ধারণার আগমন ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে হয়। তা ছাড়া তিনি একটি দৃষ্টান্তের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, একটিমাত্র নঞর্থক দৃষ্টান্ত মূল সূত্রটিকে কোনোভাবে প্রভাবিত করবে না। কিন্তু হিউমের এই দাবি গ্রহণযোগ্য হয় না। কারণ যুক্তির দিক থেকে বিচার করলে একটি ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত থাকলে সার্বিক বাক্য মিথ্যা হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, হিউমের মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাবাদ কেবলমাত্র একটি আপতিক বাক্য গঠন করতে পারে, কোনো সার্বিক বাক্য নয়। অথচ হিউম সার্বিক বাক্য ঘোষণা করেছেন—সকল ধারণাই ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উদ্ভূত।[1] হিউমের আবশ্যিক বাক্য গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয়ত, অ্যান্টনি ফ্লু মনে করেন যে, হিউমের বক্তব্যের মধ্যে চক্রাকার (Circular) দোষ আছে। যদি কেউ বলেন যে, সকল ধারণা ইন্দ্রিয়ছাপজাত তাহলে হিউম তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলবেন এমন ধারণা উপস্থিত করতে যা ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি নয়। এই চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়া যাবে না, কারণ যে-কোনো বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তকেই অর্থহীন শব্দ বলে বাদ দেওয়া হবে।

চতুর্থত, হিউম চ্যালেঞ্জ করে প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তাদের দায়িত্ব হবে ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়াই ধারণা গঠন করে দেখানো। কিন্তু এটি সঠিক পদক্ষেপ নয়, কারণ ধারণা হল ব্যক্তিনিষ্ঠ (subject) ব্যাপার যা কাউকে দেখানো যায় না।

পঞ্চমত, এ কথা সবক্ষেত্রে সত্য নয় যে, ধারণা হল কেবলমাত্র দুর্বল সংবেদন বা ইন্দ্রিয়ছাপ। এমন অনেক ভালো দ্রষ্টা (Visualizer) আছেন যারা মূল সংবেদনের সমমাত্রার তীব্রতাসহ পুনরায় মনে আনতে পারেন। হিউম বলেছিলেন, হিউম প্রাণবন্ত ইন্দ্রিয়ছাপ এবং আবছা অনুলিপির কথা। একটি ভালো দুঃস্বপ্ন ততটাই সজীব ইন্দ্রিয়ছাপ যা আমরা বেশি সংখ্যক ব্যক্তি পেয়ে থাকি ['Hume speaks of vivid impressions and foint copies. But, a good nightmare is as vivid an impressions most of us have. The Interpretation of science-Whitehead.']।

ষষ্ঠত, এই ব্যাপারটা হিউম চিনতে পেরেছিলেন কিন্তু গুরুত্ব দেননি যে একটি ইন্দ্রিয়ছাপ প্রাণবন্ত হয় কারণ এর মধ্যে আগ্রাসী চরিত্র আছে যা ধারণার মধ্যে নেই। এজন্য 'Manual of Psychology' গ্রন্থে মনোবিজ্ঞানী জর্জ স্টাউট বলেছিলেন যে, হিউম ওই দুয়ের গুণগত পার্থক্যকে লক্ষ করেননি।

সপ্তমত, সকল ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে ধারণার সৃষ্টি হয় হিউমের এমন দাবি সঠিক নয়। কারণ হিউম নিজেই স্বীকার করেছেন যে-কোনো কিছু বাস্তবে না থাকলে সে বিষয়ে সত্য প্রমাণ করা যায়—"Though there never were a circle or triangle in nature, the truths demonstrated by Euclid would for ever retain their certainty and evidence." (Enquiry, Section IV)

অষ্টমত, Enquiry গ্রন্থে ইন্দ্রিয়ছাপ (Impression) শব্দটির অর্থ বিষয়ে হিউম বলেছেন, 'আমাদের

1 "Taken as a purely psychological thesis the doctrine can state only a contingent relation between matters of fact, where as Hume Treats it as if it were a necessary relation.'.... (J.N. Mohanty, Introduction to 'Enquiry, P-xii)

Scanned with CamScanner

আমাদের জন্মের সঙ্গে সমসাময়িক, তাহলে বিতর্কটিকে অসার বা তুচ্ছ বলে মনে হবে। তেমনি সহজাত ধারণার শুধু কোন্ সময়ে, জন্মের আগে, সময়ে অথবা পরে—এই অনুসন্ধান মূল্যহীন। কিন্তু যদি সহজাত বলতে বোঝায় পূর্ববর্তী কোনো প্রত্যক্ষ থেকে অনুকরণ (copy) করা হয়নি, তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ছাপই সহজাত, কিন্তু ধারণাগুলি সহজাত নয়।

লক যে অর্থে সহজাত ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং ত্রুটিপূর্ণ বলে বাতিল করেছিলেন, হিউমের অর্থ সেটি নয় হিউম তাকেই সহজাত বলবেন ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি নয়।

3.3 ধারণার অনুষঙ্গ [Association of Ideas]

> সকল সরল ধারণাকে কল্পনায় পৃথক করা যায়, আবার যেমন ইচ্ছা তেমন আকারে যুক্ত করা যায়, ওই শক্তির চেয়ে বেশি কোনো কিছু অকারণ হবে না যদি না তা এমন কিছু সার্বিক সূত্র দিয়ে পরিচালিত হয় যা একটিকে কিছু পরিমাণে এমনভাবে পরিণত করে সকল দেশ এবং কালে নিজের সঙ্গে একরূপ থাকে।[1] [Treatise, sect. IV]
> —আমি তো দেখতে পাই না এমন কোনো দার্শনিককে যিনি অনুষঙ্গের সকল নিয়মকে গণনা করার বা শ্রেণিকরণ করার চেষ্টা করেছেন, যদিও এটি এমন বিষয় যা ঔৎসুক্য তৈরি করে। আমার মনে হয় ধারণাগুলি সংযোগের জন্য তিনটি সূত্র আছে, যথা সাদৃশ্য, কালগত ও স্থানগত সন্নিধি, এবং কারণ অথবা কার্য।[2] [Enquiry, section III]
> —আমি বিশ্বাস করি এটি প্রমাণ করা খুব বেশি আবশ্যিক হবে না। এই গুণগুলি ধারণাসমূহের মধ্যে অনুষঙ্গ গড়ে তোলে যাতে একটি ধারণার উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবে অপরটিকে সামনে আনে।[3] [Treatise, sect IV]

হিউম 'Abstract'-এ লিখেছিলেন যে, তাঁর নামকে যদি কোনো কিছুর আবিষ্কর্তা হিসেবে যুক্ত করতে হয় তবে তা হবে অনুষঙ্গের নিয়ম। হিউমের মতে, এই বিষয়টি প্রমাণিত যে মনের বিভিন্ন রকম চিন্তা ও ধারণার মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলার জন্য একটি নীতি (Principle) আছে। ইন্দ্রিয়ছাপের মাধ্যমে সৃষ্ট ধারণাগুলিকে দু-ভাবে মনের কাছে উপস্থিত হয়—স্মৃতি এবং কল্পনা। স্মৃতির ক্ষেত্রে মধ্যম মাত্রার সজীবতা থাকে—ইন্দ্রিয়ছাপের মতো তীব্র নয়, আবার ধারণার নিষ্প্রভ অবস্থার মতো নয়। কল্পনার ক্ষেত্রটি নিছক অস্পষ্ট ধারণা হিসেবে উপস্থিত হয়। সজীবতার দিক থেকে এদের পার্থক্যটি ইন্দ্রিয়ছাপ ও ধারণার অনুরূপ। স্মৃতির ক্ষেত্রে সরল ধারণাগুলি রক্ষিত হয়, এদের পরম্পরা ও অবস্থান ঠিক থাকে, যা কল্পনার ক্ষেত্রে আদৌ থাকে না। হিউমের মতে, স্মৃতির ক্ষেত্রে ধারণাগুলির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকে, কিন্তু কল্পনায় তা থাকে না। কল্পনায় সরল ধারণাগুলি যথেচ্ছভাবে যুক্ত হতে পারে, অথবা জটিল ধারণাকে ভেঙে সরল ধারণা পাওয়া যেতে পারে এবং সেগুলিকে আবার নানাভাবে যুক্ত করা যেতে পারে। কল্পনায় ডানাযুক্ত অশ্ব, সোনার পাহাড় তৈরি হয়; কবিতায় এবং রোমান্সের ক্ষেত্রে তা প্রায়শই হয়ে থাকে।

হিউমের মতে, কল্পনার বহু স্বাধীনতা থাকলেও সেখানে আছে ধারণার ঐক্য বিধানকারী নীতি (uniting principle) যার জন্য স্বাভাবিকভাবে একটি ধারণা অপর একটি ধারণাকে মনের সামনে আনে। যদি ধারণাগুলো সম্পূর্ণ আলগা ধরনের হত, তাহলে কেবল আকস্মিকভাবে (chance alone) তারা যুক্ত হত এবং

---

1. 'As all simple ideas may be separated by the imagination, and may be united again in what form it pleases, nothing would be more unaccountable than the operations of that faculty, were it not guided by some universal Principles, which render it, in some measure, uniform with itself in all times and places.' (Treatise, sec IV, p-19, edited A.D. Lindsay)
2. 'I do not find that any philosopher has attempted to enumerate or class all the principles of association; a subject, however, that seems to worthy of curiosity. To me, there appear to be only three principles of connection among ideas namely, resemblance, contiguity in time or place, and Cause or Effect.' [Enquiry, p 24, selby -Bigge Edt]
3. 'I believe it will not be necessary to prove, that these qualities produce an association among ideas, and upon the appearance of one idea, naturally introduce another.' (Treatise IV)

Scanned with CamScanner

একই সরল ধারণার পক্ষে নিয়মিত একই জটিল ধারণায় অংশ নেওয়া সম্ভব হত না। তাদের মধ্যে কোনো ঐক্যের বাঁধন (bond of union) না থাকলে, কোনো যুক্তকারী গুণ না থাকলে একটি ধারণা অপরটিকে স্বাভাবিক ভাবে উপস্থিত করত না।

হিউমের মতে, অনুষঙ্গ গঠনকারী নীতিটি হল—(a) একটি মৃদু শক্তি (gentle force); (b) এটি সাধারণভাবে অর্থাৎ সকলের মধ্যে উপস্থিত থাকে; (c) এর কারণটি বেশিরভাগই অজানা; (d) এর কারণেই ভাষাগুলি এত কাছাকাছি পরস্পরের অনুরূপ হয়; (e) এক অর্থে প্রকৃতি সকলের কাছেই সেই সরল ধারণাগুলিকে দেখিয়ে দেয় যেগুলিকে সঠিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে জটিল ধারণা গড়া যায়; (f) এগুলি এক ধরনের গুণ যা অনুষঙ্গ তৈরি করে; (g) এটি এক ধরনের আকর্ষণ (attraction) যার অসাধারণ প্রভাব থাকে মনের জগতে; (h) এটি মানুষের প্রকৃতির এক ধরনের মৌলিক গুণ (original quality) থাকে হিউম ব্যাখ্যা করতে চান না।[1] (i) হিউম একে সহজাত শক্তি অথবা তাড়না বলেছেন যা চলতে থাকে, কতকগুলি ধারণাকে যুক্ত করে। যদিও সেখানে আবশ্যিকতা থাকে না।

হিউম অনুষঙ্গের নিয়মগুলিকে তিনটিতে ভাগ করেছেন—সাদৃশ্য (Resemblance), সন্নিধি কালের ক্ষেত্রে এবং স্থানের ক্ষেত্রে, (contiguity in time and place) এবং কারণ অথবা কার্য (cause or effect) কোনো একটি বস্তু বা ধারণা তার সদৃশ বস্তু বা ধারণাকে মনের সামনে মৃদু শক্তিতে টেনে আনে। একটি প্রতিকৃতি দেখলে মূলকে অর্থাৎ যার বা যে বস্তুর প্রতিকৃতি তা স্মরণে আসে। এখানে দুটি বিষয়ের সাদৃশ্যই চালিকাশক্তি হয়।

যে বস্তুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে তাদের একটি অপরটিকে মনে করিয়ে দেয়। এটি স্থানগত সন্নিধি। বাড়ির একটি অংশ তার সঙ্গে অন্য অংশকে মনে করায়, হাওড়া স্টেশন মনে করায় হাওড়া ব্রিজকে। যে দুটি ঘটনা একই কালে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে একটি অপরটির কথা মনে করায়। 1857 খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত সিপাহি বিদ্রোহের কথা। এটি কালগত সন্নিধি।

দুটি ঘটনা যদি কারণ ও কার্য হিসেবে যুক্ত থাকে তাহলে একটি অপরদিক স্মরণ করাবে। কোনো আঘাতের কথা চিন্তা করলে আঘাতজনিত বেদনার কথা মনে পড়ে।

হিউম ওই তিনটি সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ-কার্য সম্পর্কের ওপর। হিউমের মতে, এটুকু পর্যবেক্ষণ করাই যথেষ্ট যে আমাদের কল্পনার জগতে একটি ধারণা থেকে অপর একটিতে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কারণ-কার্যের চেয়ে শক্তিশালী কিছু নেই।[2] অনুষঙ্গের নিয়মের ওই তালিকা সম্পূর্ণ কিনা তা বুঝতে হলে প্রতিটি দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করে দেখতে হবে। কেউ বলতে পারেন যে, বৈপরীত্য (contrast) অথবা বিরুদ্ধতাও (contrariety) একটি নিয়ম। এই প্রসঙ্গ তুলে 'Enquiry' গ্রন্থে পাদটীকায় বলেছেন, বৈপরীত্য নতুন কিছু নয়, এটি কারণতা এবং সাদৃশ্য নিয়মের মিশ্রণ। যখন দুটি বস্তু পরস্পর বিপরীত, একটি অপরটিকে ধ্বংস করে, অর্থাৎ বিনাশের কারণ এবং কোনো বস্তুর বিনাশ তার পূর্বের অস্তিত্বকে ইঙ্গিত করে।

■ অনুষঙ্গের নিয়ম বিষয়ে মন্তব্য

প্রথমত, হিউম অনুষঙ্গের নিয়মগুলিকে পদার্থবিদ্যার সর্বজনীন আকর্ষণের নিয়মের (Principle of universal attraction) সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে নিয়মগুলির উপস্থিতি দেখা যায়, এবং এর কারণগুলি ও কার্যপদ্ধতি আমাদের কাছে অজানা (unknown)। নিয়মগুলির প্রমাণ দেওয়া হয়নি, অভিজ্ঞতায় অবহিত হতে হয়। ('Its existence must be accepted on the evidence of observation'.

1 'Its effects are everywhere conspicuous; but, as to its causes, they are mostly unknown, and must be resolved into original qualities of human nature, which I pretend not to explain.

2 'It is sufficient to observe, that there is no relation, which produces a stronger connection in the fancy and makes one idea more radily recall another, than the relation of cause and effect betwixt their objects.' (Treatise, Ibid)

Scanned with CamScanner

C. R. Morris) হিউম একে সহজাত, মৌলিক বলেছেন যার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা অপ্রয়োজনীয়।[1] 'এটি সকলের কাছে প্রমাণিত,' 'মনের মধ্যে আমরা দেখতে পাব', 'ধারণার ভাঙাগড়া নিয়মগুলির সাহায্য নেয়'—এই জাতীয় শব্দবন্ধের সাহায্যে নিয়মগুলির কথা বলেছেন, প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি।

দ্বিতীয়ত, অনুষঙ্গ কীভাবে গড়ে ওঠে? এটি হিউমের প্রশ্ন নয়। তিনি এমন বলতে চান না যে, অনুষঙ্গ গড়ে ওঠা নির্ভর করে মন কর্তৃক ধারণাগুলির মধ্যে উপস্থিত কিছুগুণকে বুঝতে পারার ওপর। হিউম কান্টের মতো এই যুক্তি করেননি যে, মনের সক্রিয়তা না থাকলে অনুষঙ্গ গড়ে উঠবে না। তিনি অনুষঙ্গকে একটি পর্যবেক্ষিত ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সহজভাবে নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে অনুষঙ্গের বিশেষ কোন্ নীতি পাওয়া যায়। তিনি এই নিউটনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন যে, যা পর্যবেক্ষণ করা যায় তা ছাড়া অন্য কিছুকে সমর্থন করবেন না।[2]

তৃতীয়ত, ড. মহান্তি দেখিয়েছেন যে, আমাদের চিন্তাসমূহের শৃঙ্খলা বিষয়ে হিউম বুদ্ধিবাদের বিকল্প বিবরণ দিয়েছেন। কারণ বুদ্ধিবাদীরা কতকগুলি স্থায়ী প্রাক্‌সিদ্ধ প্রত্যয়ের সাহায্যে ব্যাখ্যা দিতে চান।

চতুর্থত, হিউম এই আলোচনায় সম্পূর্ণ নির্দেশবাদী (determinist) নন, কারণ তিনি এমন বলেননি যে অনুষঙ্গের ফলে কোনো ধারণা অপর ধারণাকে অনুসরণ করবে। তিনি একে মৃদু শক্তি বলেছেন, যা প্রভাব বিস্তার করবে তুলনায় শক্তিশালী বিপরীত প্রতিক্রিয়া না থাকলে।

পঞ্চমত, সংযোগ সূত্রের সার্বিকতাকে ব্যাখ্যা করার তিনটি বিকল্প পথ আছে বলে ড. মহান্তি মনে করেন—(1) এ কথা মেনে নিয়ে যে, ধারণাগুলির প্রকৃতির মধ্যেই এটি উপস্থিত আছে; (2) এ কথা মেনে যে, এগুলি প্রাক্‌সিদ্ধভাবে মানুষের মনে প্রোথিত হয়ে আছে; এবং (3) এ কথা মেনে যে, এগুলি হল সার্বিকভাবে আবিষ্কারযোগ্য কিন্তু আমাদের সকল অভিজ্ঞতার আপতিক বৈশিষ্ট্য। ড. মহান্তি মনে করেন যে, হিউম যদি সংগতিপূর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী হন তাহলে তৃতীয় বিকল্প মানবেন। অনুষঙ্গবাদের সমালোচক, কিন্তু আবশ্যিকভাবে অনুষঙ্গ নীতির বিরোধী নন এমন কেউ কেউ (যেমন হুসারল, মারলোপন্টি) প্রথম বিকল্প এবং কান্ট দ্বিতীয় বিকল্প মেনেছেন।

ষষ্ঠত, 'Enquiry' গ্রন্থের শুরুতে হিউম সংযোগের একটি নীতির কথা বলেছিলেন; কিন্তু ওই অধ্যায়েরই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে একাধিক সূত্রের কথা বলে সেগুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর বক্তব্য যুক্তিযুক্ত হত যদি তিনি তিনটি সূত্রকে একটিতে পর্যবসিত করতেন যেমন পরবর্তীকালে অনেক মনোবিদ করেছেন। হিউম তা করেননি বলেই তার অনুষঙ্গের তালিকার একাধিক অসুবিধা দেখা দেয়; (a) Treatise গ্রন্থে হিউম স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক (natural) এবং দার্শনিক (Philosophical) এই দু-দিক থেকে সম্পর্কগুলিকে ভাগ করেছিলেন যা 'Enquiry' গ্রন্থে অনুপস্থিত। যদি ওই পার্থক্যকে ধরে রাখতে হয় তাহলে ধারণার মধ্যেকার অনুষঙ্গ স্বাভাবিক, কিন্তু সাদৃশ্য হবে দার্শনিক সম্পর্ক। (b) সন্নিধির নিয়মের থেকে পৃথক কারণতার নিয়ম থাকে না। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার কারণতার নিয়মকে সন্নিধির নিয়মে রূপান্তরিত করেছেন। (c) কারণতার নিয়মকে ধারণার অনুষঙ্গের মধ্যে স্থান দিলে গুরুতর অসুবিধা আছে। কারণ-কার্য সম্পর্কটি বস্তুসমূহের মধ্যে গড়ে ওঠে তাদের ধারণাসমূহের মধ্যে নয়। হিউমের উদাহরণ (ক্ষত ও যন্ত্রণা) থেকে মনে হয় যদি A হয় B, তাহলে A-র ধারণা এবং B-এর ধারণা অনুষঙ্গ বদ্ধ হয়ে যায় এবং এই অনুষঙ্গাবদ্ধতার নিয়মটি কারণ এবং কার্যের সম্পর্ক। চিত্র এবং মূলের মধ্যে সাদৃশ্য আছে, তেমনি চিত্র নিয়ে যায় মূলের ধারণায়।

সপ্তমত, মনের সামনে উপস্থিত একটি ধারণা অপর একটি ধারণার সঙ্গে কেন কারণিক নিয়মে যুক্ত হয়ে যাবে, সাদৃশ্য বা সন্নিধির নিয়মে নয়, তার কোনো ব্যাখ্যা হিউম দেননি। নিয়মগুলি প্রাক্‌সিদ্ধ বা

1 'Its effects are everywhere Conspicuous; but, as to its causes, they are mostly unknown and must be resolved into original qualities of human nature, which I pretend not to explain.' (Treatise Sector IV)

2 'He is carefully following the strict Newtonian method, attempting to assert nothing but what he observes.' (Locke, Berkeley, Hume, p-123 Morris)

Scanned with CamScanner

আবশ্যিক নয়, হিউমের মতে এগুলি অভিজ্ঞতাভিত্তিক অভ্যাসজাত। সেক্ষেত্রে নিয়মগুলির সার্বিকতা দাবি করা যুক্তিযুক্ত নয়।

3.4 ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ ও বস্তুস্থিতি [Relations of Ideas and Matters of Fact]

—'মানবীয় বুদ্ধি অথবা অনুসন্ধানের সকল বিষয়গুলিকে স্বাভাবিকভাবে দু-ভাগে ভাগ করা যায়, তা হল, ধারণার মধ্যে সম্পর্ক এবং বস্তুস্থিতি' 'All the objects of human reason or enquiry may naturally be divided into two kinds, to wit, Relations of Ideas and Matters of Fact.' (Enquiry, Section IV. p-25, selby–Bigge edit)

—সেই মানুষটি খুবই তীক্ষ্ণ বোধশক্তিসম্পন্ন যিনি কেবল যুক্তি প্রয়োগ করে আবিষ্কার করতে পারেন যে স্ফটিক হল উত্তাপের ফল, বরফ হল শৈত্যের ফল, পূর্বে ওই গুণগুলির কার্যকলাপ লক্ষ না করে। A man must be very sagacious who could discover by reasoning that crystal is the effect of heat and ice of cold, without being previosuly acquainted with the operation of these qualities. (Ibid)

মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাবাদী ডেভিড হিউম মানবীয় বুদ্ধি বা অনুসন্ধানের বিষয়গুলিকে 'Enquiry' গ্রন্থে দু-ভাগে ভাগ করেছেন—ধারণার মধ্যে সম্পর্ক এবং বস্তুস্থিতি। প্রখ্যাত সমালোচক অ্যান্টনি ফ্লু এই পার্থক্যটি 'হিউমের কাঁটা' (Hume's Fork) আখ্যা দিয়েছেন। এই বিভাগটিকে একদিকে যেমন মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত বিভাগ বলা যায় এজন্য যে এখানে মনের বিষয়ই বিবেচ্য, তেমনি অপরদিকে এটিকে যৌক্তিক বিভাজনও বলা যায় কারণ এখানে বচনের বিভাগ করা হয়েছে সত্য-মিথ্যা, স্ববিরোধিতা-স্বতঃসত্যতার বিবেচনার ভিত্তিতে। এটি হিউমের দর্শনের দ্বিতীয় প্রধান সূত্র। আমরা 'Enquiry' গ্রন্থের অনুসরণে বিষয়টি আলোচনা করব।

হিউমের মতে, গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখাগুলিতে যেমন জ্যামিতি, বীজগণিত ও পাটিগণিত ধারণার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করা হয়। এখানে একধরনের নিশ্চয়তা (Certainty) থাকে যা স্বজ্ঞামূলকভাবে (intuitively) অথবা প্রতিপাদনমূলকভাবে (demonstratively) প্রতিষ্ঠিত হয়। '3 × 5 হল 30-র অর্ধেক' এই বাক্যটি জাগতিক কোনো বিষয়কে প্রকাশ করে না, কেবলমাত্র কয়েকটি সংখ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করে। যেহেতু এখানে কোনো বাস্তবিক তত্ত্ব উপস্থিত নেই তাই অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়াই প্রাক্‌সিদ্ধভাবে বাক্যটির সত্যতা নির্ধারণ করা যায়। 'Enquiry' গ্রন্থে হিউম লিখেছেন, যদি প্রকৃতিতে কোনো বৃত্ত বা ত্রিকোণ নাও থাকত, তথাপি ইউক্লিড প্রমাণিত সত্যগুলি তাদের নিশ্চয়তা ও প্রামাণ্য বজার রাখবে। কাজেই বলা যায় যে, ধারণার মধ্যে সম্পর্ক ঘোষক বাক্যগুলির সত্যতা স্বতঃসিদ্ধ। এই কথা জ্যামিতির বাক্য 'অতিভুজের বর্গক্ষেত্র হল অন্য দু-বাহুর বর্গক্ষেত্রের যোগফলের সমান' সম্পর্কে বলা যায়। এ জাতীয় বাক্যকে অস্বীকার করলে উক্তিটি স্ববিরোধী হবে। এদের স্বরূপকে কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়েই আবিষ্কার করা যায়, জগতে কোথাও কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা তার ওপর নির্ভর করতে হয় না।[1]

মানবীয় যুক্তির দ্বিতীয় বিষয় হল বস্তুস্থিতি (matters of fact)। বস্তুস্থিতি বিষয়ক বাক্যগুলির নিশ্চয়তা নির্ণয়ের পদ্ধতি এবং সত্যতার পক্ষে প্রমাণ দুই-ই ধারণার মধ্যে সম্পর্ক ঘোষক বাক্য থেকে ভিন্ন। এক্ষেত্রে পরতোসাধ্য পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। বাক্যগুলির সত্যতা নিশ্চয়তার স্তরে উন্নীত হতে পারে না এজন্য যে এগুলি বর্তমান অভিজ্ঞতায় সমর্থিত হলেও ভবিষ্যতেও যে অনুরূপ ঘটনা ঘটবে এমন নিশ্চয়তা নেই। বাক্যের দাবি যেহেতু বর্তমানকে ছাপিয়ে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দৃষ্টান্ত সম্পর্কেও ছাপিয়ে যায় তাই প্রতিটি বস্তুস্থিতির

1 'Propositions of this kind are discoverable by the mere operation of throught, without dependence on what is anywhere existent in the universe.' (Enquiry Section IV, p-25, Selby-Bigge edition)

বিপরীত (contrary) সম্ভব, কারণ তাতে কোনো স্ববিরোধিতা হয় না।[1] 'আগামীকাল সূর্য উঠবে' বাক্যটি যতটা সুবোধ্য, ততটাই সুবোধ্য হল 'আগামীকাল সূর্য উঠবে না' বাক্যটি। আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে যদি এর মিথ্যাত্ব প্রমাণে প্রতিপাদন যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করি। কারণ প্রতিপাদনভাবে (demonstratively false) মিথ্যা হলে, স্ববিরোধিতা হত এবং আমাদের মনও এবিষয়ে স্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারত না।[2]

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে ধারণার মধ্যে সম্পর্ক এবং বস্তুস্থিতির পার্থক্যকে চিহ্নিত করা যায়—

(1) ধারণার সম্পর্ক বিষয়ক বাক্যকে আমরা প্রাক্‌সিদ্ধভাবে জানতে পারি বা আবিষ্কার করতে পারি। কেবলমাত্র চিন্তার ক্রিয়া দ্বারা জগতের কোথায় কোন্ বস্তু অস্তিত্ববান তা না জেনেও আমরা জানতে পারি 2+2=4 এই সমীকরণটিকে। কিন্তু বস্তুস্থিতির জ্ঞান হল পরতোসাধ্য। 'এখন বৃষ্টি পড়ছে', এই জ্ঞান অভিজ্ঞতায় পেয়েছি।

(2) ধারণার সম্পর্ক ঘোষক বচনের সত্যতা অস্বীকার করলে স্ববিরোধিতা দেখা দেবে এবং এ বিষয় আমরা চিন্তা করতে পারব না। 'তিনটি বাহুদ্বারা সীমাবদ্ধ সামতলিক ক্ষেত্র হল ত্রিভুজ।' এই বাক্যের নিষেধ থেকে স্ববিরোধী বাক্য তৈরি হবে। এখানে হিউম দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন—বিপরীত বক্তব্যের অসম্ভবতা (impossibility of the contrary) এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য—বিপরীত ভাবনার দুর্বোধ্যতা। তবে অসম্ভবতা (impossibility) বলতে হিউম ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তিনি দুর্বোধ্য এই জ্ঞানতাত্ত্বিক অর্থে বলেছেন না যৌক্তিকভাবে অসম্ভবের কথা বলেছেন, সেই প্রশ্ন থেকে যায়।

কিন্তু 'আগামীকাল সূর্য উঠবে' এই বাক্যকে অস্বীকার করলে 'আগামীকাল সূর্য উঠবে না' বাক্যটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে, কিন্তু স্ববিরোধী নয়।[3]

(3) বস্তুস্থিতি বিষয়ক তথ্য ইন্দ্রিয়ের কাছে প্রদত্ত হয় অথবা স্মৃতিতে পুনরায় উপস্থিত হয়। আমাদের কাছে উপস্থিত নয় এমন দূরবর্তী অথবা ভাবীকালের বিষয়ে জানতে হলে কারণ-কার্য সম্পর্কের ওপর নির্ভর করতে হবে।

কিন্তু ধারণার সম্পর্ক বিষয়ক বাক্য স্বতঃসত্য বলেই, এখানে অভিজ্ঞতা অথবা কারণ-কার্য সম্পর্কের কোনোই ভূমিকা নেই। এক অর্থে এগুলি কালাতীত।

যুক্তিবিদ্যা কেন ধারণার সম্পর্কের মধ্যে স্থান পায়নি? এই প্রশ্ন এজন্য ওঠে যে Treatise অথবা Enquiry কোন্ গ্রন্থের ধারণার সম্পর্কের তালিকায় যুক্তিবিদ্যা স্থান পায়নি, কেবলমাত্র গণিতবিদ্যার তিনটি শাখা জ্যামিতি, বীজগণিত ও পাটিগণিত উল্লেখ রয়েছে। এই বিজ্ঞানগুলির মধ্যে সাধারণ বিষয় হল যে এগুলি স্বজ্ঞামূলকভাবে অথবা প্রতিপাদনমূলকভাবে (intuitively or demonstratively Certain) নিশ্চিত। হিউম তিন ধরনের গাণিতিক বিজ্ঞানকে ধারণার সম্পর্কের মধ্যে স্থান দিয়েছেন, অন্য অ-গাণিতিক বিজ্ঞানগুলি বিচার করেননি। গাণিতিক বিজ্ঞানের লক্ষণগুলি যুক্তিবিদ্যাতেও উপস্থিত আছে বটে কিন্তু এখানে সংখ্যা ও পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করা হয় না। এই ধরনের সম্পর্কের সত্যতা হয় প্রচ্ছন্ন সংজ্ঞা (Concealed definition) অথবা স্বজ্ঞামূলক ভাবে নিশ্চিত। একমাত্র গাণিতিক সত্যগুলি প্রতিপাদক সংজ্ঞা বহন করে তাই হিউম তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ করেছেন ধারণার সম্পর্কের মধ্যে।

---

1 'The contrary of every matter of fact is still possible; because it can never imply a contradiction, and is conceived by the mind with the same facility and distinctness, as if ever so conformable to reality.' (Ibid)

2 'We should in vain, therefore, attempt to demonstrate its falsehood. Were it demonstratively false, it would imply a contradiction and could never be distinctly conceived by the mind.' (Ibid p-26)

3 'All reasoning concerning matter of fact seem to be founded on the relation of Cause and Effect.' (Ibid)

Scanned with CamScanner

■ ধারণার সম্পর্ক কি বিশ্লেষক বাক্য প্রকাশ করে?

অনেকে মনে করেন, যে বাক্যের সাহায্যে ধারণার সম্পর্ক প্রকাশ পায় তাকে বিশ্লেষক এবং যার সাহায্যে বস্তুস্থিতি প্রকাশ পায় তাকে সংশ্লেষক বলে। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন যে, সকল পূর্বতোসিদ্ধ বাক্য, যাদের সত্যতাকে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ নিরপেক্ষভাবে জানা যায়, যার বিরুদ্ধবাক্য স্বতঃমিথ্যা সেগুলি বিশ্লেষক এবং তাদের সত্যতা নির্ভর করে বাক্যে ব্যবহৃত সংকেতগুলির অর্থের ওপর। কোনো সংশ্লেষক বাক্য প্রাক্‌সিদ্ধ বচন হয় না। কারণ এটি অভিজ্ঞতা নির্ভর প্রকল্প যার সঙ্গে কম বা বেশি মাত্রার সম্ভাব্যতার (Probability) প্রশ্ন জড়িত থাকে। সংশ্লেষক পূর্বতোসিদ্ধ বাক্য সম্ভব নয়, কারণ তা বস্তুস্থিতি ঘোষণা করেও চরম নিশ্চয়তা বা আবশ্যিকতা দাবি করে। Copleston লিখেছেন—'This general position represents a development of Humes view'। (p-82, vol 5, Pt 11)

তবে ওই প্রশ্নটিতে কেন্দ্র বিতর্ক আছে। হিউম সকল গাণিতিক বাক্যকে বিশ্লেষক গুণবিশিষ্ট বলেছিলেন কি? কান্ট হিউমের বক্তব্যকে সঠিকভাবে উপস্থিত করেছিলেন কিনা? ইত্যাদি। ওই বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা বলতে পারি যে, হিউমের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় প্রচলিত মতটির উপযুক্ততা বিষয়ে অ্যান্টনি ফ্লু, ড. মহান্তি প্রমুখ প্রশ্ন তুলেছেন। আমরা হিউমের বক্তব্য থেকে নিজেদের মতো অনেক বেশি নিষ্কাশন করতে পারি না। খেয়াল রাখতে হয় যে, বিশ্লেষক, সংশ্লেষক ইত্যাদি পরিভাষা হিউমের নয়। তা ছাড়া, হিউম ধারণা বলতে যা বুঝিয়েছেন, তা আদৌ কান্টের প্রত্যয় (concept) নয়। ফলে প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশ্লেষক বাক্যের লক্ষণ নির্ণয়ের সুযোগ হিউমের আলোচনায় অনুপস্থিত। ড. মহান্তি লিখেছেন, 'Keeping this latter fact in mind it becomes difficult to be clear as to how possibly propositions about relations of ideas could be analytic in Kant's sense of the term' (Enquiry, p-xx) (শেষের ঘটনাটি মনে রাখলে এই বিষয়টি স্পষ্ট করা কঠিন হয়ে পড়ে যে কান্টের দেওয়া অর্থে)। কীভাবে ধারণার সম্পর্ক বিষয়ক বচনের পক্ষে বিশ্লেষক হওয়া সম্ভব হবে?

■ ধারণার সম্পর্ক ও বস্তুস্থিতির মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব

হিউমের দর্শনে ধারণার সম্পর্ক এবং বস্তুস্থিতির পার্থক্যটির ব্যাপক প্রভাব আছে।

প্রথমত, হিউম গণিতশাস্ত্রের আলোচনাকে ধারণার সম্পর্কের মধ্যে স্থান দিয়েছেন এবং তার ফলে এ বিষয়ে বুদ্ধিবাদী ধারার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। কারণ তিনি ধারণার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবশ্যিকতা ও নিশ্চয়তা স্বীকার করেছেন। এজন্য হিউম বলেছেন যে, গণিতশাস্ত্রের বচনগুলি সংশয়ের ঊর্ধ্বে, কারণ এগুলিকে অস্বীকার করলে স্ববিরোধিতা হয়।

দ্বিতীয়ত, হিউম ঘোষণা করেছিলেন যে বস্তুস্থিতি বিষয়ক সকল অনুমানই কারণ-কার্য সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। তিনি কারণ-কার্যের মধ্যে তথাকথিত আবশ্যিক সম্পর্ককে অস্বীকার করেছেন এজন্য যে তা কোনো ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে অথবা প্রাক্‌সিদ্ধ যুক্তিতে পাওয়া যায় না। অভিজ্ঞতা কেবল দুটি বস্তুর নিয়ত পারম্পর্যকে ইঙ্গিত করে, আবশ্যিকতার সন্ধান মেলে না। তথাকথিত আবশ্যিকতা কিন্তু ব্যক্তির অভ্যাসজাত প্রত্যাশা বা প্রথার ফল।

তৃতীয়ত, হিউমের সংশয়তত্ত্ব ধারণার সম্পর্ককে স্পর্শ করে না, কিন্তু বস্তুস্থিতি বিষয়ক বক্তব্যকে অস্বীকার করলে স্ববিরোধিতা করা হয় না।

চতুর্থত, ওই পার্থক্যের ভিত্তিতে হিউমের বক্তব্য ভ্রান্ত অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের মৃত্যু ঘোষণা করা হয়েছে। হিউম 'Enquiry' গ্রন্থের শেষ ছত্রটিতে লিখেছেন, যদি আমরা একখণ্ড ধর্মতত্ত্ব অথবা পণ্ডিতি অধিবিদ্যার গ্রন্থ হাতে নিই, আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, গ্রন্থটিতে কী পরিমাণ অথবা সংখ্যা বিষয়ক বিমূর্ত যুক্তি আছে? না হলে, এর মধ্যে কী বস্তুস্থিতি এবং অস্তিত্ব বিষয়ক পরীক্ষামূলক যুক্তি আছে? তাও যদি না হয় তাহলে এটিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করো, কারণ এখানে বাগাড়ম্বর ও ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নেই।

Scanned with CamScanner

3.5 কারণ-কার্য সম্পর্ক বিষয়ে ডেভিড হিউম [David Hume on the Relation between Cause and Effect]

—'অধিবিদ্যায় এমন কোনো ধারণা নেই যা শক্তি, বল, তেজ অথবা আবশ্যিক সম্পর্কের চেয়ে বেশি অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত।'
'There are no ideas, which occur in metaphysics, more obscure and uncertain, than those of power, force, energy or necessary connection.' [Enquires, P-62, Selby – Bigge edition]
—'একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর সংলগ্ন ও পূর্বগামী হলেও কারণ বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। আবশ্যিক সম্পর্কের উপস্থিতি বিচার করতে হবে।'
'An object may be contiguous and prior to another without being considered as its cause.' (Treatise, B-1, P-III Sec-II)
—'বস্তুগুলির সংযোগকে আমরা কেবল অভিজ্ঞতাতেই শিখি, তাদের মধ্যে কখনও কোনো সম্পর্ককে বুঝতে পারি না।'
'...we only learn by experience the frequent conjunction of objects, without being ever able to comprehend anything like connection between them.' (Enquires, P-70)

কারণ, কার্য ও উভয়ের সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনার প্রায় প্রতি পর্বে পাশ্চাত্য দর্শন ও আরোহী যুক্তির চর্চায় হিউমের প্রসঙ্গ উপস্থিত থাকে। তিনি প্রথমে 'Treatise' গ্রন্থে ও পরে 'First Enquiry'-তে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমরা মূলত দ্বিতীয় গ্রন্থটিকে সামনে রেখে সংক্ষেপে হিউমের বক্তব্য বিবেচনা করব।

■ কারণ-কার্যের ধারণা কীভাবে আসে?

আমরা হিউমের মৌলিক সূত্রটির উল্লেখ করতে পারি—সকল ধারণাই পূর্ববর্তী ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে উদ্ভূত হয়। হিউমের মতে, মনের মধ্যে কারণতার ধারণা আসে যখন আমার বস্তুগুলির মধ্যে কতকগুলি সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করি।[1] প্রথমে আসে সন্নিধির (Contiguity) সম্পর্ক। যে-কোনো বস্তুকে কারণ বা কার্য বলে বিবেচনা করতে হলে, সন্নিধিযুক্ত (Contiguous) হবে। দুটি বস্তুর মধ্যে কালগত অথবা স্থানগত অস্তিত্বের যোগ না থাকলে কারণিক সম্পর্ক থাকবে না। দ্বিতীয়ত, কার্যের সঙ্গে সম্পর্কে কারণের পূর্বগামিতা (Priority) থাকবে। যদি কারণ ও কার্য সমকালীন হয়, তাহলে তাদের মধ্যে পারম্পর্য (Succession) থাকবে না এবং সকল বস্তুই একই সঙ্গে অস্তিত্ববান হবে। তৃতীয়ত, উভয়ের মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্ক থাকবে, যা পূর্বের দুটি সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'Treatise'-এ হিউম প্রশ্ন তুলেছেন, কোন্ যুক্তিতে আমরা এ কথা বলব যে যা কিছুর অস্তিত্বের সূচনা আছে তার অবশ্যই একটি কারণ থাকবে? কেন আমরা সিদ্ধান্ত করব যে কোনো বিশেষ কারণের বিশেষ কার্য থাকবে? একটি থেকে অপরটিকে আকর্ষণ করার অনুমানটির প্রকৃতি কী এবং কোন্ বিশ্বাস সেখানে কাজ করে?

'Treatise' গ্রন্থে হিউম কতকগুলি নিয়মের কথা বলেছেন যার সাহায্যে কারণ ও কার্যকে বিচার করতে হবে [Rules by which to judge of Causes and Effects (p-III, section XV)]—

1. কারণ এবং কার্য দেশে এবং কালে সন্নিধিযুক্ত হবে।
2. কারণ অবশ্যই কার্যের পূর্বে থাকবে।
3. কারণ এবং কার্যের মধ্যে নিয়ত সংযোগ (Constant union) থাকবে।
4. একই কারণ একই ধরনের কার্যকে সর্বদা উৎপন্ন করবে এবং একই কার্য সর্বদাই একই কারণ ব্যতীত উৎপন্ন হবে না।

1 'The idea then of consation must be derived from some relation among objects; and that relation we must now endeavour to discover'. (Treatise, B-1, P-III, Sec-II)

Scanned with CamScanner

৫. যখন একাধিক বস্তু একই ফল তৈরি করে, তখন সেটি এমন কোনো গুণের জন্য হবে যা বস্তুগুলির মধ্যে উপস্থিত সাধারণ গুণের জন্য হয়।
৬. দুটি সদৃশ বস্তুর কার্যগত পার্থক্য সেই বিশেষ বিষয়টির জন্য হয় যার জন্য বস্তু দুটি পৃথক।
৭. যখন কোনো বস্তুর হ্রাস অথবা বৃদ্ধি তার কারণের হ্রাস অথবা বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত থাকে, তখন এটিকে যৌগিক কার্য বলতে হবে, যা একাধিক পৃথক কার্যের মিশ্রণ এবং যা কারণের বিভিন্ন অংশ থেকে তৈরি হয়।
৮. যে বস্তুটি কোনো কার্য ছাড়াই নিজের সম্পূর্ণতার মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে থাকে, সেটি ওই কার্যের একমাত্র কারণ নয়। বরং অন্যান্যনীতির সহায়তা প্রয়োজন হয় যার প্রভাব এবং ক্রিয়া থাকে।

হিউম বলেন, 'Here is all the logic I think proper to employ in my reasoning...' (Treatise, Ibid)

প্রাক্‌সিদ্ধ যুক্তিতে অথবা প্রত্যক্ষে কারণিক আবশ্যিকতা পাওয়া যায় না

বুদ্ধিবাদী চিন্তায় এবং সাধারণ মানুষের ভাবনায় কারণিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় উপস্থিত থাকে— কালিক সম্পর্ক যা পূর্বাপর সম্পর্ক, কারণ থেকে কার্যে শক্তির উপস্থিতি এবং কারণ ও কার্যের মধ্যে আবশ্যিক বস্তুগত সম্পর্ক। হিউম প্রথমটিকে মান্যতা দেবেন কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তগুলি গ্রহণযোগ্য নয়।

হিউমের মতে, সকল অনুমান, যা আমাদের বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়, তা কারণ-কার্য সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে (স্মৃতির ক্ষেত্রের অনুমান ছাড়া)। এই সম্পর্কটিকে আবশ্যিক বলে মানা হয়। হিউম এটিকে সবচেয়ে দুর্বোধ্য এবং অনিশ্চিত বলেছেন। হিউমের বক্তব্য এই সূত্রের ওপর নির্ভর করে আছে যে, আমাদের সকল ধারণাই ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি ছাড়া কিছুই নয়। পূর্বে যা আমরা অনুভব করিনি সে বিষয়ে চিন্তা করা অসম্ভব।[1] হিউম একাধিক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, কারণ-কার্যের সম্পর্ককে যুক্তি (Reason) দিয়ে আবিষ্কার করা যায় না, অভিজ্ঞতায় পেতে হয়। আবার বাহ্য বা আন্তর কোনো অভিজ্ঞতাতেই বাস্তবিক আবশ্যিক সম্পর্ক পাওয়া যায় না। আমরা এ বিষয়ে হিউমের কিছু যুক্তি উপস্থিত করব।

প্রথমত, কোন্ ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণা পাওয়া যাবে? বাহ্য ইন্দ্রিয়ে এমন একটিও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যেখানে কারণের শক্তি কার্যকে যুক্ত করেছে, একটিকে অপরটির ব্যতিক্রমহীন ফল হিসেবে উপস্থিত করেছে। একটি বিলিয়ার্ড বলের ধাক্কায় (Impulse) অপরটি সচল হয়, কেবল এটুকু দেখি, কিন্তু প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে কোনো শক্তির হস্তান্তর দেখি না। আবার আমাদের মন অন্তর্দর্শনে কোনো দুটি বস্তুর উপস্থিতির পরম্পরা দেখতে পায়। হিউম বলেন, "কারণ ও কার্যের এমন একটিও দৃষ্টান্ত নেই যা শক্তি অথবা আবশ্যিক সম্পর্ককে ইঙ্গিত করবে।"[2]

দ্বিতীয়ত, যদি কোনো শক্তি থাকত, আমরা কারণ থেকে কার্যের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতাম। কোনো একটি বস্তুকে প্রথমবার দেখলে কল্পনা করতে পারি না যে ওই বস্তুটির কার্য কী হবে। নিছক চিন্তা এবং যুক্তি কখনোই প্রাক্‌সিদ্ধভাবে বলতে পারে না যে বস্তুটির কার্য কী হবে।

তৃতীয়ত, লক বলেছিলেন, অভিজ্ঞতায় দেখি যে প্রকৃতিতে নতুন নতুন বিষয় উৎপন্ন হচ্ছে, এবং তাই সিদ্ধান্ত করা চলে যে এমন কোনো শক্তি আছে যা এগুলিকে তৈরি করতে সক্ষম। কিন্তু হিউম বলবেন, কোনো যুক্তিই যে আমাদের কাছে নতুন, মৌলিক সরল ধারণা এনে দিতে পারে না, তা লকও স্বীকার করেন। কাজেই অভিজ্ঞতায় শক্তির ধারণা মেলে না।

1 It is impossible for us to think of anything, which we have not antecedently felt, either by external or internal sense. [E, VII (1), 52]

2 '...there is not in any single particular instance of cause and effect, anything which can suggest the idea of power or necessary connection.' [E, VII (1)]

Scanned with CamScanner

চতুর্থত, এটি একটি ঘটনা যে, আমাদের ইচ্ছা-ক্রিয়া (Act of Volition) দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে গতির সঞ্চার করে, অথবা কল্পনায় নতুন ধারণা তৈরি করে।[1] অন্তর্দর্শনে ইচ্ছার এ শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় এবং বুঝতে পারি যে আমরা নিজেরা এবং অন্য সকল বুদ্ধিমান সত্তা শক্তির অধিকারী। হিউম তিনটি যুক্তির সাহায্যে ওই দাবি খণ্ডন করেছেন—

(a) যদি মানা হয় যে চেতনাতে আমরা ইচ্ছাক্রিয়ার শক্তির ধারণা পাই, তাহলে আমরা অবশ্যই ওই শক্তিটিকে জানব, কার্যের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ককে জানব, দেহ ও আত্মার রহস্যময় সম্বন্ধকে এবং দ্রব্য দুটির স্বরূপকে জানব। কিন্তু কোনোটিকে জানতে পারি না।[2]

(b) ইচ্ছাশক্তি দিয়ে দেহের সকল অঙ্গের ওপর ক্রিয়া করা যায় না, হাত-পা নাড়াতে পারলেও হার্টের বা লিভারের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। কেউ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লে, বা দুর্ঘটনায় কোনো অঙ্গহানি হলে ইচ্ছা থাকলেও দেহ গতিবান হয় না।

(c) শারীরবিদ্যা (Anatomy) থেকে জানা যায় যে, ঐচ্ছিক গতির ক্ষেত্রে ইচ্ছা করার পরেই অঙ্গসঞ্চালন হয় না, মাঝখানে থাকে পেশি, নার্ভ এবং আরও কিছু সম্ভাব্য অজ্ঞাত কার্যধারা। এই মধ্যবর্তী পর্যায়ের বিষয়গুলি (স্নায়ুর ক্রিয়া ইত্যাদি) চেতনায় ধরা দেয় না, তাই এদের সঙ্গে ইচ্ছার আবশ্যিক সম্পর্কের কথা বলা যায় না। যদি শক্তির জ্ঞান হত তাহলে তার কার্যের জ্ঞানও হত। বিপরীত দিক থেকে বলা যায় যে, যদি কার্যের জ্ঞান না হয় তাহলে শক্তির জ্ঞান হয় না।[3]

পঞ্চমত, পূর্বপক্ষ বলতে পারে যে, নিজেদের মনের ভিতর আমরা শক্তি বিষয়ে সচেতন হতে পারি। যেমন ইচ্ছার আদেশে নতুন ভাবনা মনে আনতে পারি, মনকে কোনো বিষয়ে নিবিষ্ট করতে পারি, কোনো ভাবনাকে বদলে ফেলতে পারি ইত্যাদি।

ইচ্ছা-ক্রিয়া ও শরীরের সম্পর্কের আলোচনার মতো এক্ষেত্রেও হিউম অনুরূপ তিনটি যুক্তি প্রয়োগ করে শক্তির ধারণা অস্বীকার করবেন।

(a) যদি কোনো শক্তিকে জানি তাহলে সেই পরিস্থিতিকে জানব যেখানে কারণটি কার্যকে উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ-কার্য এবং উভয়ের সম্পর্ককে জানতে হবে। কিন্তু আমরা মানুষের আত্মার প্রকৃতি, একটি ধারণার প্রকৃতি, অথবা একটিকে উৎপন্ন করার জন্য অপরটির প্রবণতা এসব কিছুই জানি না বা অনুভব করি না। কেবলমাত্র ইচ্ছার আদেশের পরে ধারণার উপস্থিতিকে অনুভব করি।[4]

(b) মনের নিজের ওপরেও মনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি না যে ইচ্ছার প্রভাব কতদূর, কোন্ বিষয়গুলির ওপর ইচ্ছার কর্তৃত্ব আছে কোন্‌গুলিতে নেই। যেটুকু অভিজ্ঞতায় দেওয়া থাকে সেটুকুই জানি।

(c) মানসিক ব্যাপারের ওপর ইচ্ছার আদেশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন, একজন সুস্থ সবল মানুষের নিজের মনের ওপর বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকে সেই ব্যক্তির সঙ্গে তুলনায় যিনি দীর্ঘদিন ধরে জটিল রোগভোগ করেছেন। আবার প্রভাতে মন যতটা নিয়ন্ত্রিত, গভীর রাত্রে তা নয়। এই পার্থক্যের পশ্চাতে উপযুক্ত কারণ নেই।

---

1 'Act of volition produces motion in our limbs, or raise a new idea in our imagination. This influence of the will we know by consiousness.' [E, VII (1), 54]

2 '...if by consciousness we perceived any power or energy in the will, we must know this power; we must know its connection with the effect, we must know the secret union of soul and body, and the nature of both these substances; by which the one is able to operate, in so many instances upon the other.' (Ibid)

3 'Our idea of power is not copied from any sentiment or consiciousness of power within ourseleves, when we give rise to animal motion, or apply our limbs to their proper use and office.' (Ibid)

4 We only feel the event, namely, the existence of an idea, consequent to a command of the will : But the manner, in which this operation is performed, the power by which it is produced, is entirely beyond our comprehension. (Ibid)

Scanned with CamScanner

ষষ্ঠত, হিউম লক্ষ করেছেন যে, কোনো কোনো দার্শনিকের মতে, যে বস্তুগুলিকে সাধারণত কারণ বলে চিহ্নিত করা হয় সেগুলি আর কিছুই নয় কতকগুলি উপলক্ষ্য (Occasions) মাত্র। সকল কার্যের যথার্থ ও সাক্ষাৎ কারণ হল ঈশ্বরের ইচ্ছা (Volition of the Supreme Being)। হিউম উপলক্ষ্যবাদীদের বক্তব্যের বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে সবকিছুই ঈশ্বরে পূর্ণ—তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছু অস্তিত্ববান হয় না। ঈশ্বরের তৈরি করে দেওয়া উপলক্ষ্য ব্যতীত কোনো কিছুর মধ্যে শক্তি থাকে না।[1]

এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে হিউম দুটি অভিযোগ এনেছেন—

(a) এই মতটি আমাদের টেনে নিয়ে যায় নিজেদের ক্ষমতার বাইরে এবং এমন সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যা অস্বাভাবিক (extraordinary) এবং জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে অনেক দূরের বিষয়ের দিকে।[2]

(b) এ কথা সত্য যে আমরা দেহের অনেক বিষয়েই অজ্ঞ, দেহের অনেক ক্রিয়াই আমাদের কাছে অজ্ঞাত। কিন্তু আমরা কি এ বিষয়েও অজ্ঞাত নই যে, কোন্ ভঙ্গিতে বা শক্তিতে মন কাজ করে? আর Supreme Mind (পরম আত্মার)-এর কথা তো আমাদের জানার ক্ষেত্রে আসতেই পারে না।[3]

সপ্তমত, আবশ্যিক সম্পর্ককে যৌক্তিক সম্পর্ক (Logical Relation) বলা যায় না। যখন দুটি বস্তু কারণ-কার্য সম্পর্কে যুক্ত, তখন এই দাবি মিথ্যা হবে যে একটি না থাকলেও অপরটি আছে, কিন্তু দাবিটি স্ববিরোধী (self contradictory) নয়। হিউম বলেন, 'প্রতিটি বস্তুস্থিতির বিপরীতটি সম্ভব, কারণ তা কখনও স্ববিরোধিতা প্রতিপাদন করে না এবং আমাদের মনও সেটিকে একই সুবিধার এবং স্পষ্টতার সঙ্গে বুঝতে পারে যেন তা বাস্তবের অনুরূপ।'[4]

অষ্টমত, যদি কোনো কিছু আবশ্যিক হয় তবে তা প্রাক্‌সিদ্ধ হবে। কিন্তু বাস্তবিক অভিজ্ঞতা না হলে একটি শিশু বুঝতে পারে না যে আগুনে হাত দিলে তা পুড়ে যাবে। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম পূর্বেই জানত না যে, জল তার তৃষ্ণা নিবারণ করবে বা জলে ডুবলে শ্বাসরোধ হবে।

নবমত, যদি আবশ্যিক সম্পর্ক থাকে তাহলে কারণকে বিশ্লেষণ করলে তার কার্যটি প্রকাশ পেয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না।

হিউম এ কথা অস্বীকার করেন না যে, যা কিছুর অস্তিত্বের সূচনা হয় তার অস্তিত্বের অবশ্যই কারণ থাকবে। তিনি বলেন, যেহেতু প্রতিটি স্বতন্ত্র ধারণাকে পরস্পর থেকে পৃথক করা সম্ভব এবং যেহেতু কারণ এবং কার্যের ধারণা পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বলে প্রমাণিত, তাই আমাদের পক্ষে সহজ হবে কোনো একটি বস্তুকে এই মুহূর্তে অনস্তিত্ববান এবং পরে অস্তিত্ববান বলে ভাবা, তাদের মধ্যে কারণতার কোনো স্বতন্ত্র ধারণাকে বা উৎপাদনক্ষম নীতিকে যুক্ত না করে। অবশ্য 'কারণ' এবং 'কার্য' হল সাপেক্ষ পদ এবং প্রতিটি কার্যের অবশ্যই একটি কারণ থাকবে। কিন্তু এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে সত্তার প্রতিটি সূচনা বা রূপান্তরের পূর্বে একটি কারণ থাকবে।

---

1 'They pretend that those objects which are commonly denominated causes, are in reality nothing but occasions; and that the true and direct principle of every effect is not any power or force in nature, but a volition of the supreme Being.' (Ibid)

2 'Though the chain of arguments which conduct to it were even so logical, there must arise a strong suspicion, if not an absolute assurance, that it has carried us quite beyond the reach of our faculties, when it leads to conclusions so extraordinary, and so remote from common life and experience.' (Ibid)

3 'But are we not equally ignorant of the manner or force by which a mind, even the supreme mind, operates either on itself or on body?...we have no sentiment or consciousness of this power ourselves.' (Ibid)

4 'Of course, 'cause' and 'effect' are correlative terms, and every effect must have a cause. But this does not prove that every beginning or modification of being must be preceded by a cause, any more than it follows, because every husband must have a wife, that therefore every man must be married.' (The Oxford Illustrated History of Western Philosophy, P-163, Anthony Kenny.)

Scanned with CamScanner

■ হিউম প্রদত্ত 'কারণ'-এর সংজ্ঞা :

'Treatise' এবং Enquiry' এই দুটি গ্রন্থে হিউম কারণের একাধিক সংজ্ঞা গঠন করেছেন। আমরা এগুলিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

● **Treatise : প্রথম সংজ্ঞা :** "An object precedent and contiguous to another, and where all the objects resembling the former are placed in like relations of precedency and contiguity to those objects that resemble the latter."

(একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর পূর্ববর্তী এবং সংলগ্ন, এবং যেখানে অন্যসব বস্তু যা প্রথমটির সঙ্গে সদৃশ সেগুলিকে পূর্ববর্তী ও সংলগ্নতার সম্পর্কে সমভাবে রাখা হবে, যা পরবর্তী বস্তুগুলির সঙ্গে সদৃশ।) হিউম নিজেই সংজ্ঞাটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন এজন্য যে, কারণের সঙ্গে সম্পর্ক বহির্ভূত বিষয়ের সাহায্যে এটি গৃহীত হয়েছে (drawn from objects foreign to the cause)। এখানে কেবল দুটি সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে—পূর্বগামিতা এবং সন্নিধি, আবশ্যিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ ওঠেনি।

● **দ্বিতীয় সংজ্ঞা :** "A cause is an object precedent and 'contignous to another, and so united with it that the idea of the one determines the mind to form the idea of the other, and the impression of the one to form a more lively idea of the latter."

(কোনো কিছুর কারণ হল এমন বস্তু যা অন্য একটি বস্তুর পূর্বগামী ও সংলগ্ন, এবং এই বস্তু দুটি এমনভাবে যুক্ত যে এদের একটির ধারণা অন্যটির ধারণা গঠন এবং একটির ইন্দ্রিয়ছাপ অপরটির বেশি জীবন্ত ধারণা নিয়ন্ত্রণ করে।) এয়ার লক্ষ করেছেন যে এই সংজ্ঞাটির বিরুদ্ধে চক্রক (Circular) দোষের অভিযোগ আনা হয় কারণ হিউমের মতে, আমাদের মন একটি ধারণা থেকে অন্য ধারণায় যেতে 'বাধ্য করে' (Determines)। কিন্তু তিনি এই অভিযোগকে অমূলক বলেন। হিউমের যুক্তি যেভাবে এগিয়েছে তার থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কেবল ধারণাগুলির মধ্যে অনুষঙ্গ গড়ে তোলার অভ্যাসের কথা বলেছেন, কোথাও বাধ্য করার কথা নেই।[1]

● **Enquiry গ্রন্থে কারণ-এর সংজ্ঞা :** 'Enquiry' গ্রন্থে কারণের দুটি সংজ্ঞা আছে যদিও প্রথমটিকে দু-ভাবে গঠন করা হয়েছে—

Def. 1. "A cause is an object, followed by another, and where all the objects similar to the first are followed by objects similar to the second."

(কারণ হল এমন বস্তু যাকে অন্য একটি বস্তু অনুসরণ করে, যেখানে প্রথম বস্তুর সঙ্গে সদৃশ সব বস্তুকে দ্বিতীয় বস্তুর সঙ্গে সদৃশ সব বস্তু অনুসরণ করে।)

Def. 1a. "A cause is an object followed by another, and where if the first object had not been, the second never had existed."

(কারণ হল এমন বস্তু যাকে অন্য বস্তু অনুসরণ করে, যদি প্রথম বস্তুটি না থাকত তাহলে দ্বিতীয়টিও কখনও থাকত না।)

Def. 2. "A cause is an object followed by another and whose appearance always conveys the thought to that other."

(কারণ হল এমন বস্তু যাকে অন্য একটি বস্তু অনুসরণ করে এবং যার উপস্থিতি চিন্তাকে অন্য বস্তুর দিকে চালিত করে।)

হিউমের দেওয়া সংজ্ঞাগুলি সম্পর্কে একাধিক বক্তব্য রাখা হয়েছে।

প্রথমত, হিউমের এই বক্তব্য ঠিক নয় যে Def. 1 এবং Def. 1a সমতুল্য। কারণ Def. 1 একটি সংযৌগিক বাক্যের সাহায্যে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু Def. 1a একটি Subjunctive Conditional 'যদি এমন হত' তাহলে আকারে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে 1 এবং 1a পৃথক সংজ্ঞা। Flew এই মত প্রকাশ করেছেন।

---

1 'This charge is unjustified. It is clear from the whole course of Hume's argument that no more is claimed here than that the mind in fact acquires the habit of associating the ideas in question.' (Hume, P-68, A.J. Ayer, Oxford University Press)

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয়ত, 1 এবং 1-a-এর মধ্যে যে যৌক্তিক ফাঁক (Logical gap) আছে তা পূরণ করার জন্য 1-এ বলা হয়েছে 'যেখানে প্রথম বস্তুর সঙ্গে সদৃশ সব বস্তুকেই দ্বিতীয় বস্তুর সঙ্গে সদৃশ সব বস্তু অনুসরণ করে।' কিন্তু এর অর্থ চূড়ান্ত সার্বিকতা (Strict Universality) দাবি করা, নিছক সংযোগের কথা বলা নয়। সেক্ষেত্রে বক্তব্যটি হিউমের নিজের বক্তব্যের বিরুদ্ধ হবে, কারণ হিউমের পক্ষে অভিজ্ঞতা থেকে সার্বিক বাক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ড. মহান্তি বলেন যে, এক্ষেত্রে 'all' শব্দটিকে 'all known cases' বলে মানতে হবে অন্যথায় সংজ্ঞাটির কোনো প্রয়োগ থাকে না।

তৃতীয়ত, সব ক-টি সংজ্ঞাতেই বহিস্থ উপকরণ আছে। কারণের প্রত্যয়টির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেই পরিস্থিতিগুলির (Circumstances) সাহায্যে যেগুলি এই প্রত্যয়ে উপনীত হওয়ার জন্য আবশ্যিক। ফলে সংজ্ঞা গঠনে অসুবিধা থেকে যায়।

চতুর্থত, কোনো সংজ্ঞাতেই 'আবশ্যিকতার ধারণা' উপস্থিত নেই যদিও হিউম প্রচ্ছন্নভাবে এক ধরনের আবশ্যিকতা মেনেছেন।

পঞ্চমত, এয়ার বলেছেন যে, হিউম প্রচলিত ধারণা না মেনে বলেছিলেন যে কারণকে পর্যাপ্ত শর্ত হতে হবে এবং ভুল করে ধরেছিলেন যে-কোনো বস্তুস্থিতির পক্ষে কখনও একের বেশি পর্যাপ্ত শর্ত থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে কারণ হবে আবশ্যিক শর্ত এবং এ কথাই প্রথম সংজ্ঞায় বলেছিলেন (He assumes, not altogether in accord with common usage, that a cause has to be a *sufficient* condition and also unduly takes it for granted that there is never more than one sufficient condition, which is indeed, which Hume describes it as being in the gloss to the first of his definitions in the Enquiry.—Hume, P-67, A.J. Ayer)।

■ কারণতা বিষয়ে সততসংযোগ তত্ত্ব—হিউমের সদর্থক বক্তব্য

প্রশ্ন ওঠে যে, কারণিক সম্পর্কের স্বরূপ কী? কোন্ উৎস থেকে আমরা আবশ্যিকতার ধারণা সংগ্রহ করি? হিউম বলেছেন, প্রতিটি ঘটনাই সম্পূর্ণভাবে আলগা ধরনের এবং পৃথক বলে মনে হয়। ঘটনাগুলি পরস্পর সংযুক্ত (Conjoined) বলে মনে হয়, কিন্তু কখনও সম্পৃক্ত (Connected) নয়।[1] কোনো একটি বস্তু বা ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না যে কী ঘটতে চলেছে। কোনো একটি দৃষ্টান্তে বা পরীক্ষায় কোনো একটি বিশেষ ঘটনাকে অপর একটি ঘটনার অনুসরণ করতে দেখে আমরা কোনো সাধারণ নিয়ম গঠন করতে পারি না বা বলতে পারি না যে ভবিষ্যতে সমজাতীয় ক্ষেত্রগুলিতে কী ঘটবে। কিন্তু যখন একটি বিশেষ প্রজাতির ঘটনা সর্বদা, সকল দৃষ্টান্তে অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত থেকেছে, তখন আমরা প্রথমটিকে কারণ এবং অপরটিকে কার্য বলি। আমরা উভয়ের মধ্যে কোন্ সম্পর্কের কথা বলি; একটির কোন্ শক্তি অভ্রান্তভাবে অপরটির সৃষ্টি করে এবং চূড়ান্ত নিশ্চয়তাও শক্তিশালী আবশ্যিকতা নিয়ে ক্রিয়া করে।

হিউমের মতে, বেশ কিছু সংখ্যক দৃষ্টান্তের মধ্যে এমন কিছু নেই যা প্রতিটি একক দৃষ্টান্ত থেকে পৃথক। পার্থক্য কেবল একটিই আছে। সদৃশ দৃষ্টান্তগুলি বারংবার উপস্থিত হওয়ার ফলে আমরা অভ্যাস[2] বশে, কোনো একটি ঘটনা উপস্থিত হলে তার সহযোগীটিকে প্রত্যাশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, এটি অস্তিত্ববান হবে। এই সংযোগ বাস্তবে উপস্থিত নয়; আমরা এটিকে মনে অনুভব করি। অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে আমাদের কল্পনা একটি বস্তু বা ঘটনা থেকে তার নিয়ত সহগামীর ভাবনায় চলে যায়। কল্পনার এই অভ্যাস নির্ভর সংক্রমণই হল ইন্দ্রিয়ছাপ (Impression) যার থেকে আমরা শক্তির (Power) ধারণা করি।[3]

1 'All events seem entirely loose and separate. One event follows another; but we never can observe any tie between then. They seem conjoined, but never connected.' (Ibid)

2 '...after a repetition of similar instances, the mind is carried by habit, upon appearance of one event, to expect its usual attendent, and to believe that it will exist.' (E, VII(1))

3 'This connection, therefore, which we feel in the mind, this customary transition of the imagination from one object to its usual attendent, is the sentiment or impression from which we form the idea of power or necessary connection.' (Ibid)

Scanned with CamScanner

হিউম 'Enquiry' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে কারণতা বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ উপস্থিত করেছেন। তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের মূল সূত্র হল—প্রতিটি ধারণাই পূর্ববর্তী কোনো ইন্দ্রিয়ছাপ অথবা অনুভূতির অনুলিপি; যেখানে আমরা কোনো ইন্দ্রিয়ছাপ পাব না সেখানে ধারণাটি যে নেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারব। জড় বস্তুসমূহের অথবা মনগুলির কার্যকলাপের কোনো একক দৃষ্টান্তে এমন কিছু নেই যা শক্তি অথবা আবশ্যিক সম্পর্কের ইন্দ্রিয়ছাপ উপস্থিত করতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় অনেক একরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থিত হয়, একই বস্তুকে সর্বদা একই ঘটনা অনুসরণ করে, এবং তার ফলেই আমরা কারণ এবং সংযোগের ধারণাকে মনে স্থান দিতে থাকি। হিউম বলেন যে, এই পর্বে আসে আমাদের একটা নতুন অনুভূতি, অথবা সংবেদন অর্থাৎ চিন্তায় অথবা কল্পনায় একটি প্রথাগত বা অভ্যাসজাত সংযোগের অনুভব। একটি বস্তু ও তার নিয়ত অনুগামীর মধ্যে অনুবন্ধের বোধ।[1] এটাই হল আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণার উৎস, কোনো সংবেদন বা বাহ্য প্রত্যক্ষের কারণে আবশ্যিকতার ধারণা তৈরি হয় না, এটি আসে অন্তর্বেদনের (Refection) ছাপ থাকে। প্রথমবার যখন একটি বিলিয়াড বলের ধাক্কায় অপর একটিকে গতিশীল হয়ে উঠতে দেখি, তার সঙ্গে পরবর্তী বহু দৃষ্টান্তে ওই একই ঘটনা ঘটার কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু একমাত্র যে জিনিসটি প্রথমবার ছিল না এবং পরবর্তী একাধিক দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার পরে তৈরি হয়েছে তা হল আমরা একটি ঘটনা থেকে অপরটিকে অনুমান করছি, এক অভ্যাসজাত প্রত্যাশাই ওই অনুমানের ভিত্তি—অভ্যাস বা প্রথা হল জীবনের মহান পরিচালক [Custom, then, is the great guide of humanlife. (E.S-V-P1)]।

■ হিউমের কারণতত্ত্বের সমালোচনা

কপোলস্টোন লিখেছেন, হিউমকে সমালোচনা করার সময় একথা স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, হিউম অস্বীকার করেননি যে কারণিক সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ আগুন উত্তাপ সৃষ্টি করে, এই বাক্যের সত্যতা হিউম অস্বীকার করবেন না। অগ্নিশিখা আবশ্যিকভাবে উত্তাপের কারণ, এই বাক্যের সত্যতাও হিউম স্বীকার করবেন। আসলে হিউম চেয়েছিলেন ওই বাক্যগুলির অর্থ অনুসন্ধান করতে (Inquire into the meaning of these statements)। কারণিক সম্পর্ক আছে কিনা সেই প্রশ্ন বিবেচ্য নয়, কারণিক সম্পর্ক আছে বলতে কী বোঝায় সেটাই বিবেচ্য। তেমনি আবশ্যিক সম্পর্ক আছে কি তা বিবেচ্য নয়, আবশ্যিক সম্পর্ক আছে বলতে কী বোঝায় সেটি বিবেচ্য। হিউমের বক্তব্যের বিরুদ্ধে আনীত কয়েকটি অভিযোগ উপস্থিত করা যেতে পারে।

প্রথমত, Passmore এবং Popper মনে করেন যে, আমাদের প্রত্যাশার নির্ধারক হিসেবে নিয়ত সংযোগের ওপর হিউম বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য উপাদানও এখানে কাজ করে। যেমন, ব্যক্তির আগ্রহ (Interest) তার প্রত্যাশাকে ব্যাপকভাবে নির্ধারণ করে। তা ছাড়া, কোন্ বিষয়টির পুনরাবৃত্তি ঘটছে তা ঠিক করার জন্য ব্যক্তিকে নির্ভর করতে হয় প্রারম্ভিক স্বীকৃতি, আগ্রহ এবং দৃষ্টিকোণের ওপর। অভিজ্ঞতা অর্জনকারী কর্তার দৃষ্টিকোণকে সরিয়ে রাখা যায় না। ড. মহান্তি বলেন, ওই দুটি বিষয়কে এক করলে হিউমের মনস্তত্ত্বের ত্রুটি চোখে পড়ে—'He did not, in short, see the relation between association and interest' (Enquiry, P. XXV)। প্রকৃতিবাদ এবং অনুভূতির ওপর গুরুত্ব প্রদান সত্ত্বেও হিউম অভিজ্ঞতা অর্জনকারীকে চিন্তাশীল কর্তা (cognitive subject) বলে মেনেছিলেন এবং আগ্রহ, দৃষ্টিকোণ, প্রচেষ্ট কীভাবে প্রত্যাশা এবং বিশ্বাস গঠনে ভূমিকা নেয় তা স্বীকার করেননি।

দ্বিতীয়ত, হিউমের সিদ্ধান্ত ছিল যে বাহ্য বা আন্তর কোনো প্রত্যক্ষেই শক্তি বা আবশ্যিক সম্পর্কের ছাপ পাওয়া যায় না। প্রশ্ন হল হিউম যথার্থই কী খুঁজে পেতে চাইছেন? কোন্ ধরনের ইন্দ্রিয়ছাপ পেলে হিউম বলতে পারবেন যে নিজের ইন্দ্রিয়ছাপ পেয়েছেন? হিউম এমন কোনো কিছুর বর্ণনা দিতে সক্ষম হননি।

তৃতীয়ত, এ. জে. এয়ার বলেছেন হিউম মনস্তত্ত্ব এবং যুক্তিবিদ্যার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলেন।[2] আমরা

1 'We then feel a new sentiment or impression, to wit a customary connection in the thought or imagination between one object and its usual attendant; and this sentiment is the original of that idea which we seek for.' (Enquiry, P-8 Selby-Bigge edt.)

2 '...our habits of association are not formed in quite the simple way that Hume describes. What is much more serious is his confusion of psychology and logic.' (British Emphical Philosophers, P-25, A.J. Ayer)

Scanned with CamScanner

কীভাবে আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণা পাই সে বিষয়ে অতিসরলীকৃত বিবরণ দিয়েছিলেন, তা ছাড়া কারণের সংজ্ঞার মধ্যে মনস্তত্ত্বের উপাদানকে খাপছাড়াভাবে প্রবেশ করিয়েছিলেন। এয়ার বলেন, এ কথা অবশ্যই সত্য যে দুটি বস্তু কারণিক সম্পর্কে জড়িত আছে এমন বিশ্বাস একভাবে আমাদের কল্পনা থেকে আসে। অতীতের সমধরনের ঘটনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা কোনো কথাই বলছি না। অতীতের অভিজ্ঞতা ওই ধরনের কারণিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হতে পারে, কিন্তু তা বিশ্লেষণের অংশ নেয়।

চতুর্থত, এমন অনেক নিয়ত সংযোগের ক্ষেত্র আছে যেগুলি কারণতার ক্ষেত্র নয়। শিশুর দেহে কেশের বৃদ্ধিকে নিয়মিত অনুসরণ করে তার দাঁতের বৃদ্ধি, তা বলে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির কারণ বলা যাবে না।

পঞ্চমত, এমন অনেক কারণতার ক্ষেত্র আছে যেগুলি নিয়ত সংযোগের (Constant Conjunction) ক্ষেত্র নয়। মশলাদার খাবার খাওয়ার ফলে একজন ব্যক্তির আলসার হতে পারে, কিন্তু মশলাদার খাদ্য খাওয়ার ফলে সর্বদা আলসার হয় না।

ষষ্ঠত, যেসব ঘটনা মাত্র একবারই ঘটেছে বা ঘটে, সেই ধরনের একক দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা যায়। যদি বলা হয়, হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল, তাহলে আমরা এমন ভাবি না যে বিশ্বযুদ্ধ সবসময়েই পোলান্ড আক্রমণের ফলে হবে।

সপ্তমত, যদি কারণতা বলতে নিছক পরম্পর্য বোঝায়, তাহলে ব্যক্তিমানুষদের কোনো আচরণই তার প্রেষণা (motive) অথবা চরিত্র থেকে উদ্ভূত হবে না। সেক্ষেত্রে ইচ্ছা (Volition) এবং আচরণের (Behaviour) মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

■ হিউমের কারণতত্ত্ব এবং কারণের একরূপতা তত্ত্ব [Hume's View on Causality and Uniformity]

প্রশ্ন ওঠে যে, হিউম কী কারণের একরূপতাতত্ত্ব (Uniformity view of Consality) সমর্থন করেছিলেন? একদল লেখকের মতে, কারণতা সম্পর্কে হিউমের বক্তব্য হল, কারণ আসলে পারম্পর্যের একরূপতা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু হিউম এই মত ব্যক্ত করেননি। Thomas Brown (1778–1820) নামে এক স্কটিশ দার্শনিক 1804 খ্রিস্টাব্দে হিউমের কারণতা তত্ত্বের সমর্থনে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন যা পরিবর্ধিত আকারে 1818 খ্রিস্টাব্দে 'Inquiry into the Relations of Cause' নামে প্রকাশ পায়। ওই গ্রন্থে তিনি কারণের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছিলেন, কারণ হল যা কোনো পরিবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে আসে, এবং যা অনুরূপ পরিস্থিতিতে থাকলে, অনুরূপ পরিবর্তনের সাক্ষাৎ আগে সকল সময়ে এসেছে এবং সকল সময়ে আসবে। (That which immediately precedes any change, and which, existing at any time in similar circumstances, has been always, and will be always, immediately followed by a similar change)।[1] এই বক্তব্য অবশ্যই পারম্পর্যের একরূপতাকে উপস্থিত করছে। কিন্তু হিউমের বক্তব্য এমন নয়।

নরম্যান কেম্প স্মিথকে অনুসরণ করে ড. মহান্তি হিউমের বক্তব্যের ওই ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত বলেছেন। কারণ, (1) হিউম বলেন না যে কারণতা এক ধরনের আবশ্যিক সম্পর্ক। তিনি কেবল আমরা কীভাবে আবশ্যিকতার ধারণায় উপনীত হই তার বর্ণনা দিয়েছেন এবং একটি নতুন সংজ্ঞা গঠন করেছেন। (2) স্মিথ সঠিকভাবেই দেখিয়েছিলেন যে আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণাটির মধ্যে দুটি পৃথক উপাদান আছে—যে উপাদান এটিকে শর্তাধীন করে তা হল সংযোগের সংগতি (Consistency of Conjunction) এবং সেই উপাদান যা এটিকে গঠন করে তা হল আবশ্যিক সংক্রমণের অনুভব। একরূপতা তত্ত্ব হিউমের বক্তব্যের প্রতি সুবিচার করে না, একটি দিককেই কেবল উপস্থিত করে। (3) আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণাটি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিনিষ্ঠ নয়। এইদিক থেকে একে বস্তুনিষ্ঠ (Objective) বলা যেতে পারে, যেসব উপাদানগুলি একে শর্তাধীন করে ও গঠন করে সেগুলি সকল ব্যক্তিমানুষদের কাছে সমান। অভ্যাস বা প্রথার নীতিটি মানব প্রকৃতিতে প্রোথিত আছে, এটি সার্বিক নীতি।

1 সূত্র : The Encyclopaedia of Philosophy, vol 1, P 401 edt. Edwards.

Scanned with CamScanner

■ বস্তুস্থিতি কারণ-কার্য সম্পর্ক ও আরোহের সমস্যা

হিউমের মতে, বস্তুস্থিতি বিষয়ক জ্ঞানগুলি হল অভিজ্ঞতা নির্ভর বাক্য। তিনি প্রায়শই 'বস্তুস্থিতি' ও 'বাস্তবিক অস্তিত্ব' কথা দুটিকে একসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। অভিজ্ঞতা নির্ভর বাক্য বাস্তবিক এবং সম্ভাব্য উভয় ধরনের অস্তিত্ব বিষয়ক হতে পারে। তবে সম্ভাব্য অস্তিত্ববোধক বাক্যকে বাস্তবিক অস্তিত্ব বিষয়ক বাক্যে পর্যবসিত (reduced) করা যায়। অস্তিত্ব বিষয়ক বাক্যগুলি কেবল বর্তমানের বস্তুস্থিতি সম্পর্কে মত ব্যক্ত করে না, অতীত ও ভাবী ক্ষেত্রের কথাও এসে পড়ে। এক্ষেত্রে আমরা কীভাবে অগ্রসর হব। হিউম কোনো যুক্তির সমর্থন না দেখিয়ে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন—বস্তুস্থিতি বিষয়ক আমাদের সকল যুক্তির ভিত্তি হল কারণ-কার্য সম্বন্ধ। তিনি কতকগুলি উদাহরণ ব্যবহার করে দেখিয়েছেন, ওই সূত্রটিকে প্রয়োগ করে আমরা বর্তমানকে ছাপিয়ে না-দেখা দৃষ্টান্তের বিষয়েও বক্তব্য রাখি। তাহলে হিউমের এই ভিত্তি-সূত্রটিকে (foundation principle) অপ্রমাণিত প্রকল্প (unproved hypothesis) বলা যাবে যার ওপর হিউমের গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি নির্ভর করে আছে।

হিউমের মতে, অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সকল অনুমানই হল অভ্যাসের ফল, যুক্তির নয় (All inferences from experiences, therefore, are effect of custom, not of reasoning)। অভ্যাসই আমাদের সাহায্য করে অনুভব নির্ভর যুক্তিতে হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য মধ্যবর্তী পর্বটিকে অতিক্রম করতে। হিউমের এই 'Sceptical Solution'-কে আরোহের সমস্যা (Problem of induction) বলা হয়েছে। যুক্তিবিদ কারল পপার হিউমের এই ক্ষেত্রের যুক্তিকে মান্যতা দিয়ে বলেছিলেন যে, হিউম সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন যে, আরোহের সমস্যার যুক্তিনির্ভর সমাধান হয় না। 'সকল জ্ঞান x হল p' থেকে 'সকল x হল p' সিদ্ধান্তে আসার বুদ্ধিনির্ভর সমর্থন (Rational Justification) থাকে না।

হিউমের দেখানো ওই সমস্যার পক্ষে-বিপক্ষে অনেক আলোচনা হয়েছে বটে কিন্তু হিউমের তোলা সমস্যাটি থেকেই যায়। অতীতের অভিজ্ঞতাকে ভবিষ্যতের পরিচালন-সূত্র হিসেবে গ্রহণ করি বটে কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি না যে ভবিষ্যতের দৃষ্টান্তগুলি অতীত ও বর্তমানের সদৃশ হবে।

3.6 আত্মা ও ব্যক্তি-অভিন্নতা—হিউম [Soul and Personal Identity—Hume)]

—যেহেতু প্রতিটি ধারণাকে তার পূর্ববর্তী ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে পাওয়া যায়, তাই যদি আমাদের কাছে আত্মা-দ্রব্যের কোনো ধারণা থাকত তাহলে আমাদের কাছে অবশ্যই এর ইন্দ্রিয়ছাপ থাকত, যা কল্পনা করা কঠিনই শুধু নয় অসম্ভবও বটে।[1] (Treatise, Book 1, Part IV Section V)।

—মানুষের আত্মার আমরা যে অভিন্নতা আরোপ করি তা নিছকই একটি কল্পনা এবং তা সেই রকমের যা আমরা আরোপ করি উদ্ভিদ এবং জীবদেহগুলিতে। সুতরাং এর কোনো ভিন্ন উৎস থাকতে পারে না বরং কল্পনার ক্রিয়া অগ্রসর হবে একই ধরনের বস্তু থেকে সমধরনের বস্তুতে।[2] (Treatise, Ibid)

—ব্যক্তি-অভিন্নতাকে কেন্দ্র করে সবধরনের খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্ম প্রশ্নগুলিকে কখনোই সমাধান করা যায় না এবং এগুলিকে ব্যাকরণের সমস্যা বলে মনে করতে হবে দার্শনিক সমস্যা নয়।[3] (Treatise, Ibid)

1. As every idea is derived from a precedent impression, had we any idea of the substance of our minds, we must also have an impression of it, which is very difficult, if not impossible, to be conceived. (Treatise, Ibid)
2. The identity which we ascribe to mind of man is only a fictitious one, and of a like kind with that which we ascribe to vegetable and animal bodies. It cannot therefore have a different origin, but proceed from a like operation of the imagination upon like objects. (Treatise, Ibid)
3. 'all the nice and subtle questions, concerning personal identity can never possibly be decided, and are to be regarded rather as grammatical than as philosophical difficulties.' (Ibid)

Scanned with CamScanner

পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক পর্বের সূচনা থেকেই আত্মা বা মন এবং জড়বস্তু তথা দেহের মধ্যে চুলচেরা পার্থক্য করা শুরু হয়েছে। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত ওই বিভাগের সূচনা করেন এবং স্পিনোজা ও লাইবনিজ নিজের মতো করে ওই বক্তব্যকে পুষ্ট করেছেন। অন্যদিকে, আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকরাও ওই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, মন বা আত্মা একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য এমন দাবি লক ও বার্কলের। বার্কলে জড় দ্রব্য খণ্ডন করেও মনকে টিকিয়ে রেখেছিলেন এবং মনকেন্দ্রিক দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। হিউম কিন্তু স্থায়ী দ্রব্যরূপে মন এবং জড় উভয়কে বাতিল করেছেন। হিউম আত্মা-দ্রব্যের ধারণাকে, যা দেকার্ত থেকে বার্কলে পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, তাকে বাতিল করেছেন, অন্তর্জগতের কার্যাবলির প্রাতিভাসিক বক্তব্যকে সামনে এনেছেন এবং আত্ম-অভিন্নতাকে প্রাতিভাসিক বিশ্লেষণে বাতিল করেছেন। আমরা ওই তিনটি দিকে হিউমের বক্তব্যকে সংক্ষেপে উপস্থিত করব।

■ আত্মা-দ্রব্যরূপে খণ্ডন

হিউম লক্ষ করেছেন যে, কোনো কোনো দার্শনিকের মতে, জড় অথবা অজড় দ্রব্যগুলি অস্তিত্ববান যেখানে আমাদের প্রত্যক্ষগুলি সংলগ্ন হয়ে থাকে (inhere)। হিউম প্রশ্ন করেন, 'দ্রব্য এবং সংলগ্ন হয়ে থাকা' বলতে কী বোঝায়? তাঁর মতে, ওই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা জড় ও আত্মা উভয়ের ক্ষেত্রেই কঠিন এবং অসম্ভব। হিউমের জ্ঞানতত্ত্বের প্রধান এবং মৌলিক বাক্যটি হল—সকল ধারণাই হল পূর্ববর্তী কোনো ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি। যদি আত্মা বিষয়ক কোনো দ্রব্যের ধারণা আমাদের কাছে থাকে তাহলে অবশ্যই এর কোনো ইন্দ্রিয়ছাপ থাকবে। তা কিন্তু আমাদের কাছে কোনোভাবেই কোনো ছাপ আসে না এবং আসাটা অসম্ভব। একটি ইন্দ্রিয়ছাপ দ্রব্যের সদৃশ না হয়ে দ্রব্যকে কীভাবে উপস্থিত করবে বা প্রতিনিধিত্ব করবে? কারণ ইন্দ্রিয়ছাপ দ্রব্য নয় এবং দ্রব্যের কোনো বৈশিষ্ট্যই ইন্দ্রিয়ছাপের নেই।[1]

আত্মা-দ্রব্যবাদীদের কাছে হিউমের দাবি হল তারা সেই ইন্দ্রিয়ছাপকে দেখাক যা দ্রব্যের ধারণা সৃষ্টি করে। কীভাবে সেই ছাপ কাজ করে এবং কোন্ বস্তু থেকে ছাপটিকে পাওয়া যায়? তথাকথিত ওই ইন্দ্রিয়ছাপ কি সংবেদনের না অর্ন্তদর্শনের ইন্দ্রিয়ছাপ? এটি আনন্দদায়ক, না বেদনাদায়ক, না নিস্পৃহ? এটি কি সকল সময়ে উপস্থিত থাকে, না মাঝে মাঝে ফিরে আসে? যদি মাঝে মাঝে আসে তাহলে প্রধানত কোন্ সময়ে ফিরে আসে এবং কোন্ কারণগুলির দ্বারা উৎপন্ন হয়? আত্মা-দ্রব্যবাদীরা হিউমের তোলা প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে বলতে পারেন যে, সংজ্ঞা অনুযায়ী দ্রব্য হল তাই যা নিজে থেকে থাকতে পারে। হিউম ওই বক্তব্য বাতিল করে বলবেন যে ওই লক্ষণটি সেই সমস্ত কিছুতে প্রযোজ্য হবে যেগুলিকে ভাবা সম্ভব কিন্তু কোনোভাবেই দ্রব্যকে আকস্মিক গুণ থেকে, অথবা আত্মাকে তার প্রত্যক্ষগুলি থেকে পৃথক করবে না।[2] 'Treatise' গ্রন্থে দুটি সূত্র উপস্থিত করেছেন—

—যা কিছুকে স্পষ্টভাবে ভাবা যায় তা অস্তিত্ববান হতে পারে; এবং যা কিছুকে স্পষ্টভাবে ভাবা যায় কোনো ভঙ্গিতে, তা অস্তিত্ববান হতে পারে ওই একই ভঙ্গিতে।

—যা কিছু ভিন্নরূপ তা পার্থক্যযোগ্য, এবং যা কিছু পার্থক্যযোগ্য তা কল্পনায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার যোগ্য।

এ দুটি সূত্রের ভিত্তিতে হিউম সিদ্ধান্ত করেছেন, যেহেতু আমাদের সকল প্রত্যক্ষই পরস্পর থেকে এবং বিশ্বের সব কিছু থেকে ভিন্ন, তাই তারা স্বতন্ত্র এবং পার্থক্যযোগ্য এবং তারা পৃথকভাবে অস্তিত্ববান বলে ধরা যেতে পারে ও পৃথকভাবে অস্তিত্ববান থাকতে পারে এবং অস্তিত্বের জন্য তাদের অন্য কিছুর সমর্থন লাগবে না। কাজেই দ্রব্যের ওই সংজ্ঞা অনুযায়ী সব কিছুই দ্রব্য।[3]

---

1 For how can an impression represent a substance, otherwise than by resembling it? And how can an impression resemble a substance, since according to this philosophy, it is not a substance and has none of the peculiar qualities or characteristics of a substance? (Ibid)

2 '...a substance is something which may exist by itself....this definition agrees to everything that can possibly be conceived; and never will serve to distinguish substance from accident, or the soul from its perceptions.'

3 My conclusion from both is, that since all our perceptions are different from each other, and from everything else in the universe, they are also distinct and separable and may be considered as separately existent, and may exist separately, and have no need of anything else to support their existence. They are therefore substances, as for as this definition explains a substances. (Ibid)

Scanned with CamScanner

হিউম বলেন, প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে নিখুঁত ধারণা (Perfect Idea) থাকে না। দ্রব্য হল প্রত্যক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং দ্রব্য বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা নেই। কোনো কিছুতে সংলগ্ন থাকার কথা বলার জন্য প্রত্যক্ষের অস্তিত্বের প্রতি সমর্থন প্রয়োজন। কিন্তু প্রত্যক্ষের অস্তিত্বের কোনো সমর্থন প্রয়োজন নেই। কাজেই দ্রব্যের কোনো ধারণা আমাদের নেই।

তেমনি 'সংলগ্ন থাকার' (Inhesion) ধারণা নেই। কোনো কিছুতে সংলগ্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজন বলে মানা হচ্ছে প্রত্যক্ষের অস্তিত্বের প্রতি সমর্থনকে, কিন্তু প্রত্যক্ষের অস্তিত্বের জন্য কোনো সমর্থন প্রয়োজন নেই। কাজেই 'সংলগ্ন থাকার' (Inhesion) বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা নেই। ফলে আমাদের প্রত্যক্ষ জড় বা অজড় বস্তুতে সংলগ্ন থাকে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না, কারণ আমরা প্রশ্নটির অর্থ বুঝি না। প্রত্যক্ষ কোনো দেহের সংলগ্ন হতে পারে না, কারণ তা দেহে স্থানগতভাবে অবস্থান করতে পারে না। আবার প্রত্যক্ষ কোনো অজড় দ্রব্যে সংলগ্ন হতে পারে না, কারণ যা অজড় তা বিস্তৃতি নামক প্রত্যক্ষলব্ধ গুণের আশ্রয় হতে পারে না। যদি বলা হয়, প্রত্যক্ষ নিশ্চয়ই কোনো কিছুতে সংলগ্ন হবে তাহলে চক্রাশ্রয় দোষ হবে। সুতরাং, প্রত্যক্ষ ও তার বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না।

■ প্রত্যক্ষ আমাদের কাছে আত্মার কোন্ ধারণা এনে দেয়?

আত্মাবাদীদের দাবি হল আমরা সকল সময়েই নিজের আত্মার বিষয়ে অন্তরঙ্গভাবে সচেতন (Intimately Conscious) থাকি। নাম না করেও হিউম দেকার্তের বক্তব্য সামনে এনেছেন। এই আত্মার অস্তিত্ব নিশ্চিত, এটি সরল, চেতনাবিশিষ্ট, অজড়। কিন্তু হিউম বলবেন আমাদের কোনো প্রত্যক্ষই স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় নয়। হিউমের সেই বিখ্যাত উক্তি সামনে আসে, "আমি যাকে স্বয়ং আমি (Myself) বলি যখন তার ভিতর চূড়ান্ত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে প্রবেশ করি, তখন কোনো-না-কোনো প্রত্যক্ষে হোঁচট খেয়ে পড়ি, উত্তাপ অথবা শীতলতা, আলোক অথবা অন্ধকার, ভালবাসা অথবা ঘৃণা, যন্ত্রণা অথবা আনন্দ। আমি কখনোই বিশেষ প্রত্যক্ষের বাইরে স্বয়ং আমিকে ধরতে পারি না, কখনোই প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্যকিছুকে পর্যবেক্ষণ করি না।"[1]

হিউম বলেন, যখন আমার প্রত্যক্ষগুলিকে কোনো সময়ের জন্য সরিয়ে দেওয়া হয়, যেমন গভীর ঘুমের মধ্যে, আমি নিজের বিষয়ে সংবেদনশীল থাকি না, এবং বলা যেতে পারে যথার্থই অস্তিত্ববান থাকি না। মৃত্যু এসে যখন আমার সকল প্রত্যক্ষের অবসান ঘটাবে, তখন আমি চিন্তা করব না, অনুভব করব না, দেখব না, ভালোবাসব না বা ঘৃণা করব না। দেহের ধ্বংসের পর আমি সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যাব।

হিউম নিজের মনের প্রাতিভাসিক বর্ণনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন শুধু তাই নয়, অন্যের মনে যদি অন্য কিছু পাওয়া যায় তবে তাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না এমন বলেছেন। হিউম বলেছেন যে, যদি কেউ খোলা মনে গুরুত্ব সহকারে অন্তর্দর্শন করে দাবি করেন যে, তার নিজের সম্পর্কে ভিন্ন ভাবনা (different notion of himself) আছে, তাহলে হিউম তার সঙ্গে বিতর্কে নামবেন না, তার ভিন্ন মত প্রকাশের দাবি মানবেন। হিউম লিখেছেন, "He may, perhaps, perceive something simple and continued, which he calls himself; though I am certain that there is no such principle in me" (Ibid)। হিউম অন্তর্দর্শন ভিত্তিক প্রতিবেদনের ব্যক্তিনিষ্ঠতা (Subjectivity) ও সাপেক্ষতা (Relativity) মেনেছেন।

পরিবর্তনশীল মানসিকতা ও অভিন্নতার মধ্যে (Identity) কীভাবে সমন্বয় করা যাবে? হিউমের মতে, তথাকথিত আত্মা হল প্রবহমান মানসিকতার সমষ্টি, এর অতিরিক্ত কোনো স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা বা দ্রব্য নয়। প্রতিটি ব্যক্তির মন হল বিভিন্ন প্রত্যক্ষের গোছা বা সমষ্টি (Bundle or Collection), যেগুলি অকল্পনীয়

1 'For my part, when I enter most intimately into what I call myself, I always stumble on some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I never can catch myself at any time without a perception, and never can observe anything by but the perception.' (Ibid)

Scanned with CamScanner

সুতরাং একটি অপরটিকে অনুসরণ করে। মন বা আত্মাকে রঙ্গমঞ্চের[1] সঙ্গে তুলনা করা যায় যেখানে নানা প্রত্যক্ষ পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, সরে যায়, পুনরায় আসে, নানাভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। এর মধ্যে সরলতা (Simplicity) নেই, কোনো অভিন্নতা (Identity) নেই, আমরা যতই তা ভাবি না কেন।

প্রশ্ন হল, অপরিবর্তনীয় সত্তা বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে ব্যক্তি মানুষকে সম্পূর্ণ জীবনকাল ধরে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যাবে কী করে? মন যদি রঙ্গমঞ্চের মতো হয় তাহলে রঙ্গমঞ্চের স্থায়িত্ব মনের ক্ষেত্রেও থাকবে! হিউম বলেন, অভিন্নতার ধারণা আছে যা প্রকৃতপক্ষে অপরিবর্তনীয় ও বিরামহীনতার ধারণা। এ ছাড়া আমাদের বৈচিত্র্যের ধারণাও আছে। হিউম বলেন যে, রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তুলনাটি আমাদের বিপথে নিয়ে যাবে না—এগুলি পর্যায়ক্রমিক প্রত্যক্ষ যা মনকে গড়ে।[2]

হিউম স্বীকার করেন যে, আমাদের প্রত্যক্ষগুলির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও সেগুলি একটি মাত্র সমগ্র বা গোষ্ঠী বা সেট গঠন করে, কারণ সেগুলি একই ব্যক্তির অভিজ্ঞতা। কিন্তু কেন ওই দ্রুত পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতাগুলি একটি সমগ্র (collection) গঠন করবে? কোন্ যোগসূত্র দিয়ে অভিজ্ঞতাগুলিকে বাঁধা যাবে? হিউম বলেন, 'মানুষের আত্মায় আমরা যে অভিন্নতা আরোপ করি তা নিছকই একটি কল্পনা এবং তা সেই রকমের যা আমরা আরোপ করি উদ্ভিদ ও জীবদেহগুলিতে।" প্রশ্ন ওঠে যথার্থই কি অভিন্নতার সম্পর্ক দিয়ে বিভিন্ন প্রত্যক্ষগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে যায় অথবা সেগুলি কল্পনায় অনুষঙ্গাবদ্ধ হয়ে পড়ে। হিউম দ্বিতীয় বিকল্পই গ্রহণ করবেন। সাদৃশ্য, সন্নিধি ও কারণতার নিয়মের ওপর অভিন্নতা নির্ভর করে।[3] এই সম্পর্কগুলির লক্ষণই হল যে, সহজেই এক ধরনের ধারণা থেকে অন্যটায় চলে যাওয়া যায়। সাদৃশ্য নিয়ম দেখায়, যেসব প্রত্যক্ষের মধ্যে সাদৃশ্য আছে (resemblance) সেগুলি অনুষঙ্গাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন, কোনো অপরিচিত ব্যক্তির মুখের সঙ্গে মিল থাকায় আমার বন্ধুর মুখের কথা মনে পড়ে যায়। স্মৃতি এখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। স্মৃতি হল একটি শক্তি (faculty) যা অতীত প্রত্যক্ষের প্রতিচ্ছবিকে জাগিয়ে তোলে, যেহেতু একটি প্রতিচ্ছবি আবশ্যিকভাবে বস্তুর সদৃশ হয়, তাই চিন্তা শৃঙ্খলের মধ্যে সদৃশ প্রতিচ্ছবি উপস্থিত থাকলে আমাদের কল্পনাকে একটি যোগসূত্র (link) থেকে অন্য যোগসূত্রে নিয়ে যায়। হিউমের মতে, স্মৃতি কেবল কল্পনাকে আবিষ্কারই করে না, প্রত্যক্ষগুলির মধ্যে সাদৃশ্য উৎপন্ন করে অভিন্নতার গঠনে অবদান জোগায়।

সন্নিধির নিয়ম স্থানগত ও কালগত হতে পারে। যেসব প্রত্যক্ষগুলি একই স্থানে ঘটে সেগুলি সন্নিধির নিয়মে যুক্ত হয়। কোনো কুকুর এবং তার প্রভুকে বারবার একই সঙ্গে দেখা গেলে তাদের ধারণা এমনভাবে যুক্ত হয়ে যায় যাতে একটিকে দেখলে অপরটির কথা মনে আসে। তেমনি সময়ের দিক থেকে যে দুটি অভিজ্ঞতা বারবার একই সময়ে অথবা আগে-পিছে আসে তারা অনুষঙ্গাবদ্ধ হয়। বিদ্যুতের চমক এবং বাজপড়ার শব্দ, সুইচ দেওয়া এবং আলো জ্বলে ওঠা—এভাবে যুক্ত হয়। তবে হিউমের মতে, এই নিয়মটি বাদ দিতে হবে, এর বিশেষ গুরুত্ব নেই।

কারণতার বিষয়ে হিউম লক্ষ করেছেন যে মানুষের মনকে বিভিন্ন প্রত্যক্ষের কাঠামো হিসেবে দেখতে হবে যেখানে বিভিন্ন সংযোগীগুলি (links) কারণ-কার্যের সম্পর্কে যুক্ত হয় এবং পরস্পরকে উৎপন্ন করে, ধ্বংস করে, প্রভাবিত করে এবং পরিবর্তিত করে। আমাদের ইন্দ্রিয়ছাপগুলি তাদের অনুরূপ ধারণার জন্ম দেয়; ওই ধারণাগুলি আবার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ছাপ সৃষ্টি করে। কেবলমাত্র স্মৃতির সাহায্যেই আমরা বিভিন্ন প্রত্যক্ষের মধ্যেকার কারণিক সম্পর্ক বুঝাতে পারি। হিউম বলেছেন—'Hence memory is to be accounted the chief source of the idea of personal identity (Copleston)।

1 'The mind is a kind of theatre, where several perceptions successively make their appearance; pass, repass, glide away, and mingle in an infinite variety of postures and situations. There is properly no simplicity in it at one time, nor identity indifferent, whatever natural Propension we may have to imagine that simplicity and identity.' (Treatise, Ibid)

2 'The comparison of the theatre must not mislead us. They are the successive perceptions only, that constitute the mind....' (Ibid)

3 'It is therefore on some of these three relations of resemblance, contiguity, and causation, that identity depends?' (Ibid)

Scanned with CamScanner

■ হিউমের আত্মা ও অভিন্নতা তত্ত্বের মূল্যায়ন

এক্ষেত্রে সংক্ষেপে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ করতে পারি—

প্রথমত, কান্টের কাছে হিউমের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়নি। কান্ট মনে করেন যে, হিউম সমস্যাটির সঠিক স্থানটিতে উপনীত হননি। কান্ট হিউমের সঙ্গে একমত হবেন যে, অনুষঙ্গের নিয়মগুলি আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে কাজ করে। কিন্তু এ নিয়মগুলি অসম্ভব হয়ে পড়বে যদি না মন নিছক অভিজ্ঞতার সমষ্টির অতিরিক্ত কিছু হয়। নিয়মগুলি নির্ভর করে স্মৃতির ওপর, স্মৃতির জন্য প্রয়োজন এক অভিন্ন স্থায়ী ব্যক্তিত্বের যাকে কান্ট 'Synthetic unity apperception' নাম দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, কপোলস্টোন মনে করেন, হিউম 'তাদাত্ম্য' বা 'অভিন্নতা' (Identity) শব্দটিকে অনেকার্থভাবে প্রয়োগ করেছেন। তিনি স্মৃতির কার্যাবলি বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেননি, যদিও স্মৃতির গুরুত্বের কথা বলেছেন। তার মতবাদে স্মৃতি কীভাবে সম্ভব সেই প্রশ্ন উঠে।

তৃতীয়ত, যদি বলা হয় যে, এক অর্থে মন সংকলন (Collection) সংগ্রহ (Collect) করে, কিন্তু কীভাবে তা করবে সেটাই প্রশ্ন। কারণ মন হল সংকলনের সঙ্গে অভিন্ন, যার প্রতিটি সদস্যই পৃথক বস্তু। একটি প্রত্যক্ষ কি অপরগুলির বিষয়ে সচেতন হতে পারে? যদি হয় তাহলে কীভাবে হবে?

চতুর্থত, হিউম মানবমনের যে প্রাতিভাষিক বিবরণ দিয়েছেন সেখানে স্বাভাবিকভাবে আত্মার অমরতার প্রশ্ন ওঠে না। তবে তিনি স্পষ্টভাবে দেহের মৃত্যুর পর আত্মার জীবিত থাকার সম্ভাবনা বাতিল করেননি। হিউমের মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর বন্ধু জেমস্ বসওয়েল শেষ সাক্ষাৎকারে হিউমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি কি একটি ভবিষ্যৎ জীবনের স্বীকার করেন না? হিউম উত্তর দিয়েছিলেন, এটা সম্ভব যে এক টুকরো কয়লাকে আগুনে ফেলে দিলে সেটি নাও পুড়তে পারে। অর্থাৎ বিষয়টি যৌক্তিকভাবে সম্ভব। তবে অন্যত্র হিউম আত্মার অমরতা বিষয়ক অধিবিদ্যা এবং নৈতিক যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করেছিলেন। কপোলস্টোন লিখেছেন, 'This it seems to me, is only we would expect, if we bear in mind his account of the self.' (A History of Philosophy, Vol 5, P-2, Page 208)

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হিউম নিজের তত্ত্বের ত্রুটিগুলির বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। 'Treatise' গ্রন্থের ওপর সংযোজন Appendix-এ হিউম স্বীকার করেছিলেন যে, কীভাবে পরিবর্তনশীল, পরস্পর বিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সেই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ত্রুটিপূর্ণ। আমাদের পৃথক পৃথক প্রত্যক্ষগুলি হল পৃথক পৃথক অস্তিত্ব, এবং মন কখনও ওই পৃথক প্রত্যক্ষগুলির মধ্যে কোনো ঐক্য প্রত্যক্ষ করে না—নিজের এই দুটি বক্তব্যের মধ্যে হিউম কোনো সংগতি খুঁজে পাননি। হিউম তার সংশয়বাদের শরণাপন্ন হয়েছেন— 'For my part, I must plead the previlege of a sceptic and confess that this difficulty is too hard for my understanding'[1] (আমার পক্ষে আমি সংশয়বাদীর সুবিধা পাওয়ার জন্য ওকালতি করব এবং কবুল করব যে এই অসুবিধাটি আমার বোঝার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন)।

3.7 হিউম ও সংশয়বাদ [Hume and Scepticism]

একজন সত্যিকারের সংশয়বাদী নিজের দার্শনিক সংশয় ও দার্শনিক প্রতীতির জন্য সন্দিগ্ধ হবে, এবং কখনোই কোনো নির্দোষ পরিতৃপ্তি পেতে অস্বীকার করবে না তা ওই দুটির যে-কোনোটি থেকে আসুক না কেন।
A true Sceptic will be diffident of his philosophical doubts, as well as of his philosophical convictions; and will never refuse any innocent satisfaction which offeres itself upon account of either of them. (Treatise, Book, Part IV, Section VII)
আমি ভোজন করি, আমি ব্যাকগ্যামন খেলি, আমি আলোচনা করি, আমি বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করি; যখন তিন বা চার ঘণ্টার আমোদ-প্রমোদের পরে আমি ফিরব সেই তত্ত্ব চিন্তায় সেগুলিকে খুবই শীতল পীড়াদায়ক এবং হাস্যকর বলে মনে হবে যাতে ওই বিষয়ে প্রবেশ করতে আর মন চাইবে না।

1 Copleston-এর Vol. 5 থেকে নেওয়া হয়েছে।

Scanned with CamScanner

I dine, I play a game of backgammon, I converse, and am merry with my friends; and when, after three or four hours' amusement, I would return to these speculations, they appear so cold, and strained, and ridiculous that I could not find in my heart. 'Treatise' (Ibid)

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে ডেভিড হিউমকে সংশয়বাদী দার্শনিক হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয় যে, তিনি লকের মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাবাদকে চূড়ান্ত পরিণতি দিয়েছিলেন সংশয়বাদে। সাধারণভাবে সংশয়বাদ নামটি এমন একটি চিন্তাধারাকে বোঝায় যেখানে নিশ্চিত জ্ঞানের সম্ভাবনা বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। সংশয়বাদী দার্শনিকরা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে নানা নীতি প্রবর্তন করেছেন এবং বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন বটে, কিন্তু তাদের মতাদর্শকে দুটি ভঙ্গিতে হাজির করা যায়—(a) জ্ঞানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা, অথবা (b) প্রমাণাভাবের জন্য সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করা থেকে দূরে থাকা। An Enquiry Concerning Human Understanding নামক গ্রন্থে শেষ অধ্যায়ে (দ্বাদশ) হিউম দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন—সংশয়বাদী বলতে কী বোঝায়? সংশয় ও অনিশ্চয়তা বিষয়ক দার্শনিক নীতিকে কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়? সাধারণভাবে সংশয়বাদীকে ধর্মবিরোধী ও দার্শনিক তত্ত্বালোচনার বিরোধী বলে মনে করা হয়। কিন্তু সকল সংশয়বাদীর মেজাজ ও ঝোঁকের দিক একই রকমের নয়। এজন্য হিউম মূল দুটি ধারায় সংশয়বাদের কথা বলেছেন, এবং নিজেকে উপস্থিত করেছেন এদের থেকে ভিন্ন ধরনের সংশয়বাদী হিসেবে। এই বিষয়টি হল যথাক্রমে পূর্বগামী, অনুগামী এবং প্রশমিত সংশয়বাদ।

■ পূর্বগামী সংশয়বাদ

ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত সকল প্রকার দার্শনিক আলোচনার শুরুতে ভ্রান্তি ও কুসংস্কার দূর করার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, 'কোনো কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করা চলবে না, যেটিকে আমি স্পষ্টভাবে সত্য বলে জানি না'। হিউম বলেন, এক প্রজাতির সংশয়বাদ আছে যা সকল প্রকারের পাঠ ও দর্শনের পূর্বগামী, যা চর্চা করেছিলেন দেকার্ত এবং অন্যান্যরা।[1] দেকার্ত সার্বিক সংশয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে প্রচলিত সকল মত ও নীতি, এমনকি আমাদের জ্ঞানশক্তির ক্ষমতা বিষয়ে সংশয় করেছিলেন। এমনকি দুষ্টদানবের প্রকল্প গ্রহণ করে অঙ্কের গণনায় আমাদের ভুল করার সম্ভাবনাকেও মেনেছিলেন। তবে দেকার্তের লক্ষ্য ছিল সংশয়ের মধ্যে দিয়ে সংশয়াতীত সত্যে উপনীত হওয়া, যার থেকে অবরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করে অন্যান্য জ্ঞানকে নিষ্কাশন করা যাবে।

দেকার্তের প্রস্তাবিত প্রারম্ভিক বা পূর্ববর্তী সংশয় হিউমের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। (a) দেকার্তের পদ্ধতি বিষয়ে মন্তব্য করে হিউম লিখেছেন যে, ওই ধরনের সংশয়াতীত কোনো মৌলিক স্বতঃস্ফূর্ত বোধগম্য নীতির অস্তিত্ব নেই যা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। (b) যদি তা থাকেও তথাপি আমরা আমাদের জ্ঞানশক্তিকে অস্বীকার করে তা সংগ্রহ করতে পারি না। হিউম দেকার্তের এই আশাবাদের সঙ্গে একমত নন যে, সংশয়ই আমাদের সংশয় মুক্ত করবে। এধরনের সংশয় করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ধরনের সংশয় দুরারোগ্য ব্যাধির মতো, যদি তা সম্ভব হয় তাহলে কোনো ধরনের যুক্তিই কোনো বিষয় সম্পর্কে নিশ্চয়তা এবং দৃঢ় বিশ্বাস এনে দেবে না। লক্ষণীয় যে দেকার্তের সংশয় প্রকল্পের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো যুক্তি হিউম উপস্থিত করেননি কেবল এই সার্বিক সংশয় মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় সম্ভব হলেও এর থেকে বেরিয়ে আসা যায় না (দুরারোগ্য), এমন বলেছেন।[2]

1 'There is a species of scepticism, antecedent to all study and philosophy, which is much inculcated by Descartes and others, as a sovereign preservative against error and precipitate judgement.' (E, Section XII Part-1)

2 'The Cartesian doubt, therefore, were it ever possible to be attained by any human creature (as it plainly is not) would be entirely incurable; and no reasoning could ever bring us to a state of assurance and conviction upon any subject.' (E, Sec XII part-1)

হিউমের কাছে দেকার্তের সংশয় পদ্ধতি ব্যর্থ নয়। বরং দেকার্ত এই পদ্ধতির অনুকূলে যা বলেছিলেন সেটাই হিউমের মূল্যায়নে স্থান পেয়েছে। হিউমের মতে, এই ধরনের সংশয়বাদ আরও কিছুটা প্রশমিত হলে (when more moderate) খুবই যুক্তিপূর্ণ অর্থে বোঝা যেতে পারে। দেকার্তের প্রস্তাবিত পদ্ধতির চারটি বিধানকে হিউম প্রারম্ভিক সংশয়ের মূল্যবান অংশ বলে মনে করেছেন। কারণ এই সংশয় দর্শন চর্চার জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্তগুলিকে উপস্থিত করে একাধিক দিক থেকে—(a) আমাদের বিচারবিবেচনার উপযুক্ত নিরপেক্ষতা রক্ষায় সাহায্য করে; (b) আমাদের মন থেকে সেইসব কুসংস্কারের অবসান ঘটায় যা ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা অথবা যথেচ্ছ মতামত থেকে গড়ে ওঠে। দেকার্ত প্রস্তাবিত চারটি বিধানকে অকুণ্ঠ সমর্থন করে হিউম লিখেছেন, "স্পষ্ট এবং স্বতঃপ্রমাণিত নীতিসমূহ দিয়ে শুরু করা, ভীরু এবং নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলা, আমাদের সিদ্ধান্তগুলিকে সঠিকভাবে পরীক্ষা করা; যদিও এসবের মধ্যে দিয়ে আমাদের আলোচনার কাঠামোর মধ্যে প্রগতি হবে ধীরগতিতে এবং সংক্ষিপ্তভাবে তথাপি এগুলিই হল একমাত্র পদ্ধতি যার সাহায্যে আমরা কখনও সত্যে উপনীত হওয়ার আশা করতে পারি, এবং আমাদের সংকল্পের স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা অর্জন করতে পারি।"[1] তবে হিউমের এই সমর্থন থেকে এমন ভাবলে চলবে না যে তিনি দেকার্তের মতো ইন্দ্রিয়-জগৎ ও ইন্দ্রিয়-সংবেদনকে অস্বীকার করার মধ্যে দিয়ে প্রাথমিক ও স্বতঃসত্য নীতি হিসেবে 'আমি আছি' থেকে অগ্রসর হতে চান। হিউমের কাছে ইন্দ্রিয়ছাপই হল প্রাথমিক ও স্বতঃসত্য যার দুর্বলরূপ হল ধারণা এবং এদের সাহায্যেই নানা বিবেচনায় অগ্রসর হতে হবে। তা ছাড়া সংশয়বাদী হিউম কোনো নিশ্চিত সত্য আবিষ্কারের লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হবেন না।

■ অনুগামী সংশয়বাদ

দেকার্তের মতো দার্শনিক আলোচনাকে কলুষমুক্ত করার জন্য শুরুতেই সংশয় করে সত্যের জন্য নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলা নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সকল প্রকারের বিজ্ঞানচর্চা ও অনুসন্ধানের পরিণতিতে এখানে এক সর্বগ্রাহী সংশয় এসে পড়ে।[2] হিউম একে অনুগামী সংশয়বাদ (Consequent Scepticism) নাম দিয়েছেন। সকল প্রকারের বৌদ্ধিক চর্চার শেষে মানুষ হয় আবিষ্কার করে তাদের মানসিক ক্ষমতার চূড়ান্ত ভ্রান্তিকে (absolute fallaciousness of their mental faculties), অথবা যে সমস্ত তাত্ত্বিক বিষয়ে উপনীত হওয়া তাদের লক্ষ্য সেই কাজে মানসিক শক্তির অক্ষমতাকে। এই ধরনের সংশয়বাদীরা ইন্দ্রিয়ের ওপর আস্থা রাখে না, সাধারণ জীবনচর্চার নীতিগুলিকে সংশয় করে এবং একই সঙ্গে অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের মহান নীতি ও সিদ্ধান্তগুলিকেও বাতিল করে দেয়। ফলে অনুগামী সংশয়বাদীরা সামগ্রিক নঞর্থক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত এবং বুদ্ধি-সংক্রান্ত বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন।

■ **ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত বিষয়ে সংশয় ঃ** অনুগামী সংশয়বাদীরা ইন্দ্রিয়ের অবদানকে বাতিল করার ক্ষেত্রে লৌকিক বস্তুবাদীর ধারণাকে আক্রমণ করেন। হিউম বলেন, মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল ইন্দ্রিয়ের ওপর ভরসা রাখা এবং মনোনিরপেক্ষ বাহ্যজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। বাহ্যজগৎ আমাদের প্রত্যক্ষের ওপর করে না, সকল সংবেদনশীল প্রাণী অনুপস্থিত থাকলে বা শেষ হলেও জগৎ থাকবে। প্রাণীজগৎও এই স্বাভাবিক

1 To begin with clear and self-evident Principles, to advance by timorous and sure steps, to review frequently our conclusions and examine accurately all their consequences; though by these means we shall make both a slow and a short progress in our systems; are the only methods by which we can ever hope to reach truth, and attain a proper stability and certainty in our determinations; (Ibid)

2 'There is another species of E Scepticism, Consequent to Science and enquiry...'(E, Section XII, P-1)

Scanned with CamScanner

বিষয় দ্বারা চালিত হয়। এটাই তাদের বুদ্ধির প্রকাশ (reason of animals)।[1] কিন্তু বাস্তবে দেখি জলে অর্ধেকটা ডোবানো নৌকার দাঁড় বাঁকা দেখায়, একটি চোখে চাপ দিলে দুটি প্রতিরূপ দেখা যায়, বস্তু থেকে দূরত্বের হেরফের হলে ইন্দ্রিয়-সংবেদনে পাওয়া আকার ও আকৃতি বদলে যায়। এই জাতীয় সংশয়ের ক্ষেত্রগুলি থেকে বোঝা যায় যে, ইন্দ্রিয়-সংবেদনে যা পাওয়া যায় তা যথেষ্ট নয়, বুদ্ধি দিয়ে তাদের সংশোধন করতে হবে। লকের আপেক্ষিক যুক্তির সাহায্য নিয়েছেন হিউম।

হিউমের মতে, মানুষ অন্ধ এবং শক্তিশালী সহজাত বৃত্তিকে অনুসরণ করে এবং সর্বদাই মনে করে যে, ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত প্রতিচ্ছবিগুলি বাহ্য বস্তুকে ইঙ্গিত করে। কখনও সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ জাগে না। আমাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বাহ্যবস্তুসমূহকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করে না। সাধারণ মানুষ বার্কলের সুবিখ্যাত 'অস্তিত্ব হল প্রত্যক্ষ', এই তত্ত্বকে প্রশ্রয় দেয় না।

হিউম মনে করেন যে, সাধারণ মানুষের সার্বিক এবং প্রাথমিক মতামত সামান্যতম দার্শনিক প্রশ্নের সামনে ভেঙে পড়ে।[2] লকের এই বক্তব্যকে বার্কলে বাতিল করেছিলেন যে, মুখ্য গুণ হল বস্তুর নিজস্ব গুণ বা শক্তি, কিন্তু গৌণ গুণের বস্তুগত ভিত্তি নেই। হিউম এ ব্যাপারে বার্কলের সঙ্গে একমত। একই বস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে, বা একই ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন সময়ে বা পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে বলে প্রত্যক্ষলব্ধ গুণগুলি বস্তুর নিজস্ব ধর্ম হতে পারে না।

■ **বুদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে সংশয়বাদ ঃ** হিউমের মতে, বুদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে সংশয়বাদীর আক্রমণ দু-ভাবে উপস্থিত হয়েছে—(a) বিমূর্তযুক্তি বিষয়ক সংশয়বাদ ও (b) বস্তুস্থিতি বিষয়ক সংশয়বাদ।

(a) সকল বিমূর্ত যুক্তির বিরুদ্ধে সংশয়বাদীর প্রধান অভিযোগটি পাওয়া যায় দেশ ও কালের ধারণা থেকে। ধরা যাক যে, দেশ হল অনন্তভাবে বিভাজ্য। সেক্ষেত্রে মানতে হবে যে, একটি দেশখণ্ড যে বৃহত্তর দেশের অন্তর্ভুক্ত, দেশখণ্ডটি তারই মতো অনন্তভাবে বিভাজ্য হবে। কিন্তু এই স্বীকৃতি মানববুদ্ধির কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে।[3]

কাল বিষয়ক বিবেচনাও একই সংকটে পড়ে। মনে করা যাক যে, কাল অনন্তভাবে বিভাজ্য। সে ক্ষেত্রে কোনো কালখণ্ড যে বৃহত্তর কালের অন্তর্ভুক্ত, কালখণ্ডটি তারই মতো অনন্তভাবে বিভাজ্য হবে। কিন্তু বর্তমানের কালখণ্ডটি দ্রুত পরিণত হয় অতীতের কালখণ্ডে। এজন্য সাধারণ বুদ্ধি কালের অনন্ত বিভাজ্যতাকে স্বীকৃতি দেয় না।

(b) বস্তুস্থিতি বিষয়ে সংশয়বাদী যুক্তিগুলি লোকপ্রিয় (Popular) অথবা দার্শনিক (Philosophical) হতে পারে। লোকপ্রিয় যুক্তিগুলি মানুষের বোধশক্তির স্বাভাবিক দুর্বলতা থেকে পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে বিরুদ্ধ মতামতের উপস্থিতি, শারীরিক সুস্থতা বা অসুস্থতার ওপর নির্ভর করে, অথবা যৌবন বা বার্ধক্যের অবস্থায়, কিংবা স্বচ্ছল বা অস্বচ্ছল পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা। তিনি বলেন, "The great subverter of Pyrrhonism or the excessive Principles of Scepticism is action, and employment, and the occupations of common life." [পাইরোবাদ অথবা সংশয়বাদের অপরিমিত সূত্রগুলির প্রধান সংহারক হল কর্মানুষ্ঠান ও প্রাত্যহিক জীবনের বৃত্তিতে নিয়োজিত থাকা। E-XII (II)]। নিভৃতকক্ষের আলোচনায় এই সূত্রগুলিকে অপ্রতিহত ও বিজয়ী বলে মনে হলেও, কিন্তু যখনই

1 'It is evident that men are carried by a natural instinct or Prepossession, to repose faith in their senses; and that, without any reasoning or even almost before the use of reason, we always suppose an external universe, which depends not on our perception, but would exist, though we and every sensible creature were absent or annihilated. Even the animal creation were governed by a like opinion..' (Ibid)

2 'But this universal and primary opinion of all men is soon destroyed by the slightest philosophy..' (E, XII)

3 '... it shocks the clearest and most natural Principles of human reason.' (Ibid)

Scanned with CamScanner

এগুলি নিজের থেকে বাস্তব জীবনে নেমে আসে এবং আমাদের আবেগ ও প্রক্ষোভের মুখোমুখি হয় তখন আমাদের প্রকৃতি আরও শক্তিশালী নীতির সামনে ধোঁয়ার মতো উড়ে যায়।[1]

সংশয়বাদকে তাই দার্শনিক যুক্তির সাহায্য নিতে হবে বলে হিউম মনে করেন। ওই যুক্তি অনুযায়ী বস্তুস্থিতি বিষয়ক যে যুক্তিগুলি ইন্দ্রিয় অথবা স্মৃতিকে অতিক্রম করে যায়, সেগুলি কার্যকারণ সম্পর্কের ওপর স্থাপিত হবে। কিন্তু এখানে কেবল পূর্বগামী এবং অনুগামী দুটি ঘটনার মধ্যে নিয়ত পারস্পরিক সম্পর্ককেই পাওয়া যায়, কোনো আবশ্যিকতা নয়। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা অভ্যাস বা প্রথাই হল আমাদের পরিচালক।

হিউম চূড়ান্ত সংশয়বাদীকে প্রশ্ন করবেন যে, তাঁর যুক্তিগুলি জীবনে কি কোনো স্থায়ী সুফল এনে দেবে? সংশয়বাদ নিজের মননের আস্তানা থেকে বেরিয়ে এলে সর্বপ্রথম নিজের বিরুদ্ধে অট্টহাস্যে যোগ দেবেন।[2] সংশয়বাদের স্বপ্ন আর থাকবে না।

■ প্রশমিত বা মিতবাক সংশয়বাদ

হিউম দেকার্তের পূর্বগামী সংশয়বাদ এবং অনুগামী সংশয়বাদ বা পাইরোবাদ বর্জন করে তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য করে নিজের বক্তব্য হিসেবে প্রশমিত সংশয়ের প্রস্তাব করেছেন। হিউম মিতবাক সংশয়বাদের দুটি রূপকে তুলে ধরেছেন। তিনি পাইরোবাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেননি, বরং চেয়েছেন সাধারণ বুদ্ধি, মনন ও জীবনের আলোকে পাইরোবাদের উগ্রতা ও অতিকথনকে সংশোধন ও সংযত করতে। এই সংযত দৃষ্টিকোণ হবে স্থায়ী ও প্রয়োজনসাধক।[3] এটি প্রশমিত সংশয়বাদের প্রথম রূপ।

অধিকাংশ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক প্রবণতা হল প্রচলিত বা গৃহীত মতগুলিকে মেনে নেওয়া। এজন্য একদর্শী দৃষ্টিকোণ গড়ে ওঠে যার ফলে গৃহীত মতবাদের ত্রুটি ধরা পড়েনি কোনোদিন। বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে মত গড়ে তোলা হয় বলেই বিচারবিশ্লেষণ, পর্যালোচনা, বিরুদ্ধ মতের প্রতি সহনশীলতা এই দিকগুলি এখানে আদৌ কোনো স্থান পায় না। এর বিপরীতে রয়েছে মননশীল ব্যক্তিদের প্রসারিত দৃষ্টিকোণ যেখানে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার আগে পক্ষ-বিপক্ষ বক্তব্য বিবেচনা করা হয় এবং প্রতিটি মতের সাপেক্ষ-মূল্য বিচার করা হয়। সাধারণ মানুষ কিন্তু যুক্তি-বিচারের টানাপোড়েন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠে।

হিউম মনে করেন, যে মননশীল ব্যক্তিরা বহু ক্ষেত্রে নিরলস গবেষণা ও পক্ষপাতহীন বিচারবিশ্লেষণ সত্ত্বেও সংশয়ের মধ্যে থাকেন, নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে চান না। তবে এমন অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা নিজেদের মত সম্পর্কে ধ্রুব নিশ্চিত থাকেন এবং অভ্যাসজাত মতকেই শেষ কথা বলে মনে করেন। হিউম লিখেছেন যে, বিচারবিযুক্তবাদী দম্ভের সঙ্গে কিছুটা পাইরোবাদ মিশিয়ে দিলে ওই দম্ভকে ম্লান করে দেবে দেখাবে যে, মানুষের স্বভাবগত সার্বিক বিহ্বলতা এবং বিভ্রান্তির সঙ্গে তুলনায় তাদের প্রাপ্ত সুবিধা অত্যন্ত তুচ্ছ।[4] হিউমের মত হল যে, সঠিক আলোচকের সকল প্রকারের সমীক্ষা এবং সিদ্ধান্তের সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত থাকবে কিছুটা সংশয়, সতর্কতা এবং বিনয়।

1 'But as soon as they leave the shade, and by the presence of the real objects, which actuate our passions and sentiments, are put in opposition to the more powerful principles of our nature, they vanish like smoke, and leave the most determined sceptic in the same condition as other mortals.' (Ibid)

2 'When he awakes from his dream, he will be the first to join in the laugh aginst himself, and to confess, that all his objections are mere amusement and can have no other tendency then to show the whimsical condition of mankind, who must act and reason and believe...' (Ibid)

3 'There is indeed a more mitigated scepticism or academical philosophy, which may be both durable and useful and which may in part, be result of this Pyrrhonism or excessive sceptism...' (E-Section XII, Part-III)

4 '...a small tincture of Pyrrhonism might abode their pride....' (Ibid)

Scanned with CamScanner

হিউম মিতবাদী সংশয়ের দ্বিতীয় একটি রূপের কথা বলেছেন যা পাইরোবাদী সংশয় এবং দ্বিধাগ্রস্ততার স্বাভাবিক পরিণতি যা মানবজাতির কাছে সুবিধাজনক।[1] এই দৃষ্টিকোণ আমাদের অনুসন্ধানকে সেই সকল বিষয়ের মধ্যে সীমিত রাখে যা মানুষের বোধশক্তির সীমিত ক্ষমতার উপযোগী। মানুষের সুউচ্চ কল্পনা বহু দূরবর্তী এবং অতিন্দ্রিয় বিষয়ের দিকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এগিয়ে চলতে চায়। কিন্তু সঠিক বিচার বিপরীত পদ্ধতি প্রয়োগ করে, সাধারণ জীবনের ওপর ভিত্তি করে, সকল প্রকারের সুদূরপ্রসারী ও জীবন বিচ্ছিন্ন ভাবনাকে সরিয়ে রাখে শক্তিশালী স্বাভাবিক সহজাত বৃত্তির সহায়তায়। দর্শন চর্চা অবশ্যই আমাদের আনন্দ দেবে, কিন্তু দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ জীবনেরই প্রতিফলন যা সুবিন্যস্ত ও সংশোধিতরূপে গড়ে ওঠে। কেন একটি পাথরের টুকরো নীচের দিকে পড়ে, আগুনে কেন হাত পোড়ায়—এসব প্রশ্নের যখন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি না। তখন আমরা কি নিজেদের সন্তুষ্ট করতে পারব জগতের উৎপত্তি, প্রকৃতির পরিস্থিতি, আকার এবং চিরস্থায়িত্ব বিষয়ে?

হিউমের মতে, সংখ্যা ও পরিমাণ হল বিমূর্ত বিজ্ঞান ও প্রমাণের একমাত্র বিষয়। বস্তুস্থিতি ও অস্তিত্ব সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে আসে অন্যান্য বিষয়গুলি। নৈতিকতা যথার্থই বোধশক্তির বিষয় নয়, তা হল রুচি এবং আবেগপ্রবণতার (taste and sentiment) বিষয়। ধর্মতত্ত্বের বিষয়গুলি, অর্থাৎ ঈশ্বর অমরতা প্রভৃতি, বিশ্বাসের বিষয় হতে পারে, কিন্তু দার্শনিক যুক্তিতে প্রমাণযোগ্য নয়। 'Enquiry' গ্রন্থের শেষ ছত্রে হিউম নির্দেশ দিয়েছেন—যদি গ্রন্থাগারে গিয়ে একটি ধর্মতত্ত্ব (Theology) অথবা পণ্ডিতি অধিবিদ্যার (School Metaphysics) গ্রন্থ হাতে নেওয়া যায় তাহলে প্রশ্ন উঠবে, এর মধ্যে কী পরিমাণ অথবা সংখ্যা বিষয়ক বিমূর্ত যুক্তি রয়েছে? যদি তা না হয়, তাহলে কি বস্তুস্থিতি ও অস্তিত্ব সম্পর্কিত পরীক্ষামূলক বিষয় রয়েছে? তাও যদি না হয় তাহলে একটিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করো, কারণ এতে মিথ্যা কুতর্ক ও ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নেই (Commit it then to flames : for it can contain nothing but sophistry and illusion)।

■ **মিতবাক সংশয়বাদের মূল্যায়ন ঃ** পাইরোবাদের চূড়ান্ত সংশয়বাদও জীবনের দাবির সঙ্গে সংগতি রেখে হিউমের সংশয়বাদের মধ্যপথ নির্মিত হয়েছে। তিনি এমন সংশয়বাদী নন যিনি জ্ঞানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করবেন। হিউম যা অস্বীকার করেন তা হল বস্তুস্থিতি সম্পর্কে যৌক্তিকভাবে আবশ্যিক জ্ঞানের দাবিকে।

রাসেল মনে করেন, যে হিউমের সংশয়বাদ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তাঁর আরোহ অনুমানের সূত্রটি বর্জন করার ওপর। ওই সূত্র অনুযায়ী, যদি দেখা যায় যে, A প্রায়শই B-এর সঙ্গে অথবা B-এর পূর্বে উপস্থিত হয়েছে এবং কখনোই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি তাহলে এই ব্যাপারটা সম্ভব যে পরবর্তী ক্ষেত্রে A-কে দেখা গেলে B-কেও দেখা যাবে। হিউম এই পূর্বাপর সম্বন্ধের অনুমান স্বীকার করবেন না। রাসেলের মতে, আরোহ হল একটি স্বতন্ত্র যৌক্তিক সূত্র যেটিকে অভিজ্ঞতা থেকে অথবা অন্য কোনো যৌক্তিক নীতি থেকে অনুমান করা যায় না। এই সূত্র ছাড়া বিজ্ঞান অসম্ভব।[2]

এয়ার প্রমুখ লেখকরা মনে করেন যে, সংশয়বাদীরা জ্ঞানের খুবই সবল সংজ্ঞা (strong definition) দিয়ে শুরু করেন এবং তারপর সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ওই সংজ্ঞাকে প্রয়োগ করা যায় না দেখে অতৃপ্ত হন। ড. মহান্তি লিখেছেন, 'Hume was not entirely free from this Procedure'। সমালোচক হেন্ডেল সঠিকভাবেই বলেছেন যে হিউমের সংশয়বাদের কারণ হল প্রাকৃতিক বিষয়ে এবং চিন্তার বিষয়ে অনিশ্চয়তার উপস্থিতি।

1 'Those who have a propensity to philosophy, will still continue their researches; because they reflect, that, besides the immediate pleasure, attending such an occupation, philosophical decisions are nothing but the reflections of common life, methodized and corrected.' (E-XII, P-III)

2 '...induction is an independent logical principle, incapable of being inferred either from experience or from other logical principles and that without this principle science is impossible.' (P-647, A History of Western Philosophy, B. Russel, Unwin Paperbacks)

Scanned with CamScanner

সি. আর. মরিস বলেছেন যে, হিউম নিজেকে যতটা সংশয়বাদী ভেবেছিলেন, ততটা সংশয়বাদী তিনি নন। এই মন্তব্য করার কারণ হল যে, সংশয়বাদী হয়েও তিনি একাধিক বিষয়কে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে, যদিও ভাবী বিষয় সম্পর্কিত কোনো অনুমানের ওপরই আমরা নির্ভর করতে পারি না, তথাপি প্রাণীকুলের মতো সহজাত বৃত্তির ওপর নির্ভর করে এবং অভ্যাসের ওপর ভরসা রেখে জীবনযাপন করা যায়।

হিউম কারণ-কার্যের আবশ্যিকতাকে মনস্তাত্ত্বিক যুক্তিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং অভ্যাসকে বলেছিলেন জীবনের মহান পরিচালক (Custom is the great guide of human life)। হিউম অলৌকিক ঘটনাকে (Miracle) বাতিল করে বলেছিলেন – A miracle is a violation of the laws of nature [Enquiry, p-97]।[1]

হিউমের মৃত্যুশয্যায় শেষ সাক্ষাৎকারে জেমস্ বসওয়েল হিউমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মৃত্যুর পরেও একটি জীবন থাকবে এমনকি তিনি মনে করেন না। উত্তরে হিউম বলেছিলেন, এটি সম্ভব যে একটি কয়লার টুকরো আগুনে ফেলে দিলেও সেটি জ্বলে উঠল না। আসলে হিউম এখানে যৌক্তিক সম্ভাব্যতার কথা বলেছেন, বাস্তবিক পক্ষে তিনি কোনোভাবে আত্মা বলে কথিত স্থায়ী আধ্যাত্মিক দ্রব্যের সন্ধান করতে চাননি।

গণিতের অভ্রান্ততায় হিউমের সংশয় ছিল না; সামাজিক বিজ্ঞানকে তিনি স্বীকার করেছেন, ইউরোপের দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করেছেন। কাজেই হিউম নিজেকে চূড়ান্ত সংশয়বাদী বলেননি, বরং চূড়ান্ত সংশয়কে প্রশমিত করে জীবনের দাবিকে মেনেছিলেন। দর্শনকে মতান্ধতা ও নির্বিচারী করে তোলার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে হিউম বলেছেন, Nature is always too strong for principles'। তিনি উপদেশ দিয়ে বলেন দার্শনিক হও, কিন্তু সকল দর্শন সত্ত্বেও মানুষ হও।[2]

Scanned with CamScanner